সায়েন্স ফিকশন

এনক্লোজার-২৮

আখতার জামান

বাংলাবুক.অর্গ

৪০১২ সালের ঘটনা।

তরুণ বাঙালি যুবক মিহির হাসানকে এফ আর এস বাহিনী ধরে পাঠিয়ে দিচ্ছে মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি কৃত্রিম উপগ্রহ ০০০টুইনে। ডঃ হার্গেল তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মিহির হাসানকে। ছেলেটা অসম্ভব সাহসী। অদ্‌ভূত সব কাণ্ড করে বসছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভয় পাচ্ছে না একটুও।

মিহির হাসানের শরীরে ঢোকানো হবে পেজ-১৮ ভাইরাস। সারা পৃথিবীর ক্ষমতার মালিক হতে গোপন মিশনে কাজ করে যাচ্ছে মিঃ ক্লিন। কাজটা সফল হলে পৃথিবীকে নরক বানিয়ে দেবে এই নরপিচাশ।

প্রবল এক ভালোবাসায় নীলা পাগলের মতো খুঁজতে থাকে মিহির হাসানকে। যদিও সে জানে তাকে আর পাওয়া যাবে না। তারপরও গভীর ভালোবাসার মোহে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে সে। দূর নক্ষত্রের অতল শূণ্য গহবরে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রিয় মানুষটি! নীলা বুঝতে পারে- শুধু মিহিরকেই নয়, সংঘবদ্ধ একটি গোয়েন্দা চক্র ধ্বংস করতে যাচ্ছে পুরো পৃথিবীকে। অসম্ভব ক্ষমতার সেই চক্রকে কিভাবে প্রতিরোধ করবে সে?

মহাশূণ্যে মৃত্যুর খুব কাছ্‌ থেকে মিহির হাসানের মনে পড়ে নীলাকে একটি কথা বলা হয়ে ওঠে নি। নীলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি..

এ কথা কি আর কখনো বলা হবে? সবুজ রংএর টিউবে রাখা পেজ-১৮ ভাইরাস পুস করতে যাচ্ছে যোশেফ নামের মহাকাশ বিজ্ঞানী।

আর কিছুক্ষন পর ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। টেলিকনফারেন্সে মিঃ ক্লিন যোশেফকে কড়া নির্দেশ দিচ্ছে, ধ্বংশ করে দাও.. কুইক..

সায়েন্স ফিকশন

এনক্লোজার-২৮

আখতার জামান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কলি প্রকাশনী

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(BANGLABOOK.ORG)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এনক্লোজার-২৮
আখতার জামান

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
মোঃ জহুরুল হক
কলি প্রকাশনী
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১২-৭৬৬৬৫৩, ০১১৯১১২৫৮৫৫

প্রচ্ছদ
পরিচয় চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য ৭০.০০

ENCLOGER-28 by Aktar Jaman, Published by Md. Johurul Huque, Koly Prokashoni, 45 Banglabazar, Dhaka-1100. First Published February, Price 70.00

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উ|ৎ|স|র্গ

সাফায়ানা আম্রিন প্রিয়তা
মুদরিকা মাহ্‌দিন প্রমিতা

আমার এই কন্যা দুইটি প্রায়ই নানা ধরনের বিবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জগতে যা কিছু ভালো দেখবে দুজনেরই প্রধান কাজ হলো সেটার মালিকানা দাবি করে কাড়াকাড়ি করা। দুজনের বাইরে যতটা অমিল ভেতরটাতে ততধিক মিল আছে। দুজনের ঝগড়াবিবাদের একটা নমুনা দেই। বড় মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে হয়ত বলল, বাবা আমার। প্রমি, বাবা আমার যাও তোমাকে দেব না। ছোট মেয়ে অতি ক্ষিপ্রতায় আমার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলে, না, বাবা আমাদ! আমাদ না? বাবার আমাদ...
আমি ওদেরকে হাত পা নাড়িয়ে বলি, আমি দু' জনেরই।
ওরা দু'জনই এক সাথে চিৎকার দিয়ে ওঠে। বলে, না, আমার।
আমাদ..
শিশুদের মাথায় একবার যা ঢোকে তা থেকে তারা সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না। আমি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যাই। বলি, বলো তো আমার কয়টা চোখ?
ওরা বলে, দুইটা।
কয়টা হাত?
দুইটা।
এবার বলো তো আমার কয়টা মা?
একটা। আমি... না, আমি...
আমি ওদের এই ঝগড়াঝাঁটি দেখে মনে মনে ভাবি, আহা! মানুষের জীবন এতো ছোটো কেন!

ওদের দুইজনের জন্য প্রার্থনা...

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিকা

বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করতে গিয়ে কখনোই ভাবিনি একদিন এসব নিয়ে কল্প কাহিনী লিখতে বসব। অনেকটা আগ্রহহীনভাবেই লিখতে বসলাম। একটানা লেখাটা শেষ করে পড়েও দেখলাম না জিনিসটা কেমন হয়েছে। বেশ কিছুদিন পর লেখাটাকে পড়তে গিয়ে মনে হলো এটাকে প্রকাশ করা যায়। আজ থেকে দুই হাজার বছর পর আমাদের কী হবে! পৃথিবীর মানুষজন কেমন থাকবে! এই সময়ে যে নির্লজ্জভাবে সাম্রাজ্যবাদীর আগ্রাসন হচ্ছে তাতে কল্পনা করতেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে সময়ে মানুষ কতটুকুই ধরে রাখতে পারবে মূল্যবোধ! এখনই যেভাবে ক্রমশ মানুষ মানুষের শত্রু হয়ে উঠছে দুই হাজার বছর পর কী হবে!

তারপরও হয়ত সে সময় টিকে থাকবে প্রেম, আবেগ, বাঙালি এক যুবকের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ...

যারা অতি বিজ্ঞানের মানুষ তাদের জন্য এ গল্পটা লিখিনি। আর যারা সিরিয়াস সাহিত্য ছাড়া কিছুই বোঝেন না– তাদেরকে বিনয়ের সাথে বলছি, এ গল্প ভুল করেও পড়তে যাবেন না।

আখতার জামান
সহকারী অধ্যাপক
রসায়ন বিদ্যা বিভাগ।
পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঘণ্টা খানিক সময় ধরে বসে আছে মিহির, তার মতো আরো দশ বারো জন হবে। প্রশস্ত করিডোর যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত করিডোর সোজা রাস্তার মতো পড়ে আছে। একটু দূরে দূরে মানুষগুলো। প্রত্যেকের মুখই প্রায় শুকনো। মিহির সামনের দিকে তাকালো, সেখানে ঝাউগাছের স্তুপ। বাগান করা হয়েছে। ঝাউগাছের মাঝে মাঝে লাইট জ্বলছে, লাইটের আলো ততটা তীব্র না যতটা এই করিডোরে। বড় বড় কয়েকটা শিরিষ গাছ দৈত্যের মতো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে লেজার রশ্মিও বেরিয়ে আসছে, তার মানে পুরো করিডোরটাকে বিশেষ নিরাপত্তার বলয়ে রাখা হয়েছে। মিহির গভীর ভাবে লক্ষ্য করে, আসলেই কি ওটা বাগান নাকি বাগানের একটা কৃত্রিম ইমেজ তৈরি করা! পুরো গ্লাসের মধ্যে টানেলের মতো এই করিডোর কি আসলেই এতো লম্বা? কী করে হয়! হতে পারে এটাও একটা ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ইমেজ! গ্লাসে মোড়ানো রুমটাকে চারপাশে এমন রহস্যের জাল বোনার কারণ কী! ঘন ঘন হাই তুলছে মিহির। ঘুম পাচ্ছে তার। কাল সারারাত কিংবা সারাদিন একটুও ঘুমোতে পারেনি। তাদেরকে বড় একটা বোটে তোলা হয় বিকেলে। এফ আর এস এর বিশেষ টিম বিনা নোটিশে বলা চলে ধরে নিয়ে এসেছে। অবশ্য তাদের দেয়া নোটিশে লেখা আছে চাকরিতে নিয়োগ দেয়ার কথা। ভাল বেতন। অগ্রীম হিসেবে দশ হাজার ইউরো তুলে দেয়া হয়েছে মিহিরের মায়ের হাতে। টাকাটা তুলে দিয়ে টিমের একজন সদস্য সম্ভবত দলের লিডার যান্ত্রিক গলায় বলে, জেনে খুশি হবেন যে মি. মিহির হাসান অতি সম্মানিত হয়েছেন। তাকে এফ আর এস বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই নিয়োগ মহামতি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আদেশকৃত। আপনারা জানেন পৃথিবীর কোনো ব্যক্তিই এই আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা রাখে না। মি. হাসান অত্যন্ত ভাগ্যবান। তার বেতন বেশ উঁচু। মিহির হাসানের মায়ের এফ আর এস সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। সে শুকনো গলায় বলে, টাকা দিয়ে কী করব? চাকরি কয় দিনের? পুলারে ফিরে পাবো না?

এফ আর এস এর লোকজনের মুখে কচ্‌ স্টেপ মারা থাকে যেন। এরা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না। খুব কথা বলার প্রয়োজন হলে– এদের লিডার

BanglaBook.org

সংক্ষিপ্ত শব্দমালায় সেটা সারেন। এটাই নিয়ম। দক্ষিণ এশিয়ার আমেরিকার বিশেষ গোয়েন্দাবাহিনীর এই উইং টি অলিখিত ঈশ্বরের সমান ক্ষমতা এক্সারসাইজ করছে। এ অঞ্চলের কোন মানুষের এর বাইরে যাবার সামান্যতম সাহস দেখানোরও উপায় নেই।

মিহিরের মায়ের অর্থ টানাটানি চলছে। টাকাটা খুব প্রয়োজন, তারপরও ছেলের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মিহিরকে বুকের কাছে টেনে নিলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর লিডারকে বারবার জিজ্ঞেস করলো, পুলারে ফিরা পাবো তো?

মিহিরের মায়ের প্রশ্নের উত্তর লিডার দেয়নি। ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়। ডিও লেটার। চিঠিতে কোন স্বাক্ষর নেই, খয়েরি কালিতে সিল দেয়া। সংক্ষিপ্ত বাক্যে লেখা যার অর্থ দাঁড়ায়, মিহির সাহেব এখন থেকে এফ আর এস নিয়ন্ত্রণাধীন এই বাহিনীর একজন কর্মী, সে আজ থেকে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত হল।

এই জোনে এটা খুব সাধারণ ঘটনা। কতো সব বিচিত্র কায়দায় মানুষদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়– তার কোন হদিস নেই। এখানকার মানুষ সবাই জানে– এই পরিস্থিতিতে কিছুই করার নেই। প্রতিবাদ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। পৃথিবীর কোথাও প্রতিবাদ করার মতো এমন ঘটনা একশ বছরের মধ্যে ঘটেনি। এফ আর এস বাহিনীর কর্মকান্ডের ব্যপারে কোনো রকম প্রশ্ন তোলাই শাস্তি যোগ্য অপরাধ। সাধারণ অপরাধ নয় ভয়াবহ অপরাধ। এখন বই-পুস্তকে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাতে লেখা আছে এমন একটা ঘটনার কথা। ঘটনাটা কাজাকিস্থানের। ওখানে কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল– তাদের সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। ওখানে কোন মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলা মানে পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করা। এখানকার মানুষ এ বিষয়টা জানে। মিহির হাসানও জানে। স্কুল লেবেলে এটা শেখানো হয়। স্কুলের বাচ্চারা জানতে বাধ্য হয় এফ আর এস বাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কে। এই জোনের বাচ্চাদের শিক্ষা নিয়ে অবশ্য আমেরিকার ততটা মাথা ব্যথা নেই। অত্যন্ত ঘন বসতি অঞ্চলের মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের গড় আয়ু কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের খাবারে এক ধরণের কেমিক্যাল মেশানো হয় যা তাদের ডি এন এ এর উপর বিশেষ ক্রিয়া করে। নির্মম অথচ মজার ব্যপার হলো,এই জোনের মানুষেরা তাদের আয়ু

BanglaBook.org

নিয়ে কোনো রকম চিন্তিত না। তারা বেঁচে আছে এই যথেষ্ট! অবশ্য তাদের চিন্তা করার ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রিত করে দেয়া হয় ভ্যাকসিনের মাধ্যমে।

গেল দুশো বছর হলো বঙ্গোপসাগরের বুকে ছোট ছোট দ্বীপ জেগে উঠেছে। এই দ্বীপগুলোতে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিশেষ উইং 'রাইটস সিকিরিটি ফোর্সেস' এর অফিস। এই দ্বীপগুলো আমেরিকার দখলে। জিও পলিট্রিক্স ও গবেষণার জন্য দ্বীপগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পৃথিবীতে আমেরিকার এন্ট্রিতে কাজ করার মতো কোনো জোন নেই। তারপরও প্রতিটি জোনের উপর বাড়তি নজর রাখছে বিশেষ বাহিনীগুলো।

মিহির হাসানের জন্ম অতি পল্লী অঞ্চলে। এই অঞ্চলের প্রতি বিশেষ বাহিনীর খুব বেশি নজর পরেনি। মিহিরের জন্ম হওয়ার তিন মাসের মাথায় তার বাবা মারা যায়। তার মা মানষিক রোগে আক্রান্ত হয়। মানসিক ব্যাধির কারণে মিহির হাসানের যত্ন নিতে পারে নাই। মিহির হাসান বেড়ে ওঠে আপনা আপনি। ডি এন এ সংক্রান্ত ভ্যাকসিনগুলো নেয়া হয়নি তার। এটা একটা ভয়ংকর অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি শান্তিময় মৃত্যু। লেজার রশ্মি দিয়ে অতি শান্তির সাথে মৃত্যু ঘটানো হয়। মিহির হাসান অসম্ভব ভাগ্যবান যে স্বাভাবিক ভাবে ভ্যাকসিন ছাড়া বেড়ে ওঠা একজন যুবক। সে পড়ালেখা করেছে স্থানীয় স্কুলে। এফ আর এস কে নিয়ে মিহির কোনরকম কৌতূহল দেখায়নি। ছেলেটা বাউণ্ডুলে টাইপের। স্কুল শেষ করে সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মিহির ভর্তি হয়েছে। তার ডিসিপ্লিন হল সয়েল সায়েন্স। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যে তার আগ্রহী বেশি। সাহিত্যে পড়ালেখা করার ইচ্ছা ছিল, সম্ভব হয়নি। সাহিত্যে অল্প কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়, মিহির ভর্তি পরীক্ষায় ভাল কারার পরও তাকে সাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকে জানিয়ে দেয়া হল সে ভর্তি হতে পারছে না। কেন পারছে না– এ রকম প্রশ্ন করার এখতিয়ার কাউকে দেয়া হয়নি। মিহির প্রশ্ন করেনি। সোজা গিয়ে সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে যায়। ভর্তি কমিটির সাকশন ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ব্রেন স্ক্যান করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে কে কোন বিষয়ে পড়ালেখার জন্য উপযুক্ত। এই রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। মিহিরের ব্রেইন সাহিত্যের জন্য না। ব্রেইনে সুপার একটিভ কিছু সাবস্টেন্স থাকায় সাহিত্যে পড়ালেখা করলে ভাল করতে পারবে না। সাকশন ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে– মিহিরকে সয়েল সায়েন্সে ভর্তি হতে হবে।

BanglaBook.org

সয়েল সায়েন্স খারাপ না। বিজ্ঞানের বিষয় হলেও অতটা হার্ড সাবজেক্ট না। **বিপর্যস্ত কৃষি শিল্পে** এই ডিসিপ্লিনের ডিমান্ড দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। **যদিও মানুষ** ন্যাচারাল প্রোডাক্ট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলো তারপরও ইদানীং এই অঞ্চলের মানুষ ফের ন্যাচারাল খাবারের দিকে ঝুঁকছে। খাবারের ব্যাপারে সেন্ট্রাল অথরিটির মনোভাব নমনীয়। তারা সীমিত পরিসরে উৎপাদন ও বন্টনের অনুমোদন দিয়েছে। মিহির হাসান এ কারণে বেশ খুশি।

প্রশস্ত করিডোরের এক পাশে স্টিলের চেয়ার; হাতল নেই, সেখানে বসে আছে মিহির। তার ঘুম পাচ্ছে। আজ কয় তারিখ তা মনে করতে পারছে না। সালটা মনে পড়ছে। ৪০১২। জানুয়ারি মাস হবে। তারিখটা মনে রাখা দরকার। তার সামনে ভয়াবহ বিপদ। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ছোটো খাটো বিষয়গুলোও মনে রাখতে হবে। অথচ তার অনেক কিছুই মনে আসছে না। যেমন নীলার সাথে শেষ কবে দেখা হয়েছিলো মনে করতে পারছে না। নীলার সাথে কী কথা হয়েছিলো তাও মনে আসছে না। বোটে যখন তাকে সহ বেশ কয়েকজনকে তোলা হয় তখন তাদের চিকন চিকন তিনটা চিপ্‌স জাতীয় খাবার ও এক কাপ কফি খেতে দেয়া হয়। কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল, সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে শুধু মিহির সর্বশক্তি দিয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করে। পুরোপুরি সে জেগে ছিল না আবার গভীর ঘুমে তাও না। তার চোখ দুটো সামান্য ব্যথা করতে থাকে, মাথা ঝিম ঝিম করে মনে হয় তার দেহের ওজন নেই– শূন্যে ভাসছে সে। হয়ত এমন অবচেতন অবস্থায় একদিন পার হয়ে গেছে আবার দুইদিনও হতে পারে। গতকাল বিকাল আজ সকাল– সহজ হিসাব কিংবা হয়ত এর মধ্যে কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। মিহির কিছুই মনে করতে পারে না। সময়গুলো ভয়াবহ রকম নির্বাক ও বিষণ্ন। অচেনা এবং থমথমে মুহূর্তগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিক্ষণ। টানেলের মতো কাঁচের ঘরটির প্রশস্ত করিডোরে বসে আছে মিহির। চোখের পাতার ওপর যেন দুটো পাথর কেউ বসিয়ে দিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে পারছে না। একটু ঘুমের মতো আসতেই বিশাল দেহী একজন সিপাহী এসে মিহিরের সামনে দাঁড়াল। বুটের শব্দে তন্দ্রাভাব কেটে গেল মিহিরের। কি করবে সে, উঠে দাঁড়ানোর নিয়ম। সাধারণ নাগরিকদের এমন প্রশিক্ষণ দেয়া আছে। তাদের অবশ্যই কর্তব্য পালনীয় হল– এই বাহিনীর সম্মান নিশ্চিত করা এবং এর বত্যয় হলে– শাস্তি। শাস্তির ধরণ উল্লেখ নেই, অবস্থাভেদে কমবেশি হবে। আমেরিকার প্রতিটি নাগরিক অতি সম্মানিত এদের যথাযথ সম্মান

BanglaBook.org

প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। টিভি চ্যানেলগুলোতে এ ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। বিজ্ঞাপনগুলো বিচিত্র ঢং এ করা। একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে একজন সাদা চামড়ার আমেরিকান হেঁটে যাচ্ছে দুই পাশে সারি সারি বসে থাকা অসংখ্য মানুষ শাট শাট উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং বিচিত্র আলোয় ঝলমল করে জ্বলে উঠছে চারপাশ। মনিটরে লেখা– প্রযুক্তির সাথে আলোর পথে আমরা।

বিশালদেহী মানুষটা একটু কাঁশল বোধহয়, তার হাতে একটা নোট বুক। কলম খুঁচিয়ে কি যেন লিখছে। অনেকটা যন্ত্রের মতো ধাতব গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি মিহির হাসান?

জ্বী জনাব। হাই তুলতে তুলতে বলল মিহির।

এখন তোমার ভাইভা, প্রস্তুত হও।

আমি প্রস্তুত।

তোমাকে সাবধান করছি– কোন রকম বেয়াদবী করবে না; তুমি কি জানো কার কাছে তুমি ভাইভা দিতে যাচ্ছ?

জ্বী না।

তোমার জানার কথাও না। ইনি হচ্ছেন– এই উপমহাদেশের ঈশ্বর। মহামান্য ড. হার্গেল। খুব সাবধান।

জ্বী, সাবধান।

তুমি এসো আমার সাথে।

বলেই সোজা হাঁটতে লাগল লোকটি। মিহির টলতে টলতে তার পেছন পেছন যাচ্ছে। ঘুম ভাবটা এখনো যায়নি। মনে হচ্ছে ঘুমের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সে। পারছে না। ঘুম শরীরটাকে অবশ করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পরিষ্কার গ্লাসের সামনে দাঁড়াতেই ভারি পোষাকের দুইজন সেপাহীকে দেখতে পেল মিহির। একটা লিফট নেমে এল– এতোক্ষণ বোঝা যায়নি এটা লিফটের স্থান। মিরোর ইমেজ দিয়ে এমনভাবে লিফট আর সেপাহীদের রাখা হয়েছে যে সাধারণ চোখে ধরা পড়বে না। মিহির ঘুমভাব কাটানোর জন্য মাথাটাতে ঝাঁকুনি দেয়। তারপর লিফটে ওঠে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিফট উপরে উঠতে লাগল। লিফটের আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নিল মিহির। নিজের চেহারাটা খুব একটা সুবিধার নয়। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে রয়েছে। ফর্সা না আবার কালোও না। তামাটে কালার। হ্যাংলা পাতলা শরীর। লম্বা হওয়ার কারণে সামান্য কুঁজো হয়ে আছে। বুকটা টান করল মিহির। তারপরও কুঁজো

BanglaBook.org

ভাবটা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। লিফট থামল, সৈনিক লোকটি দ্রম্নত বেরিয়ে হাঁটতে লাগল, মিহিরও পিছনে পিছনে। তার ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেছে। সাংকেতিক চিহ্ন দেয়া একটা রুমের সামনে দাঁড়াতে একটা নীল বাতি জ্বলে উঠল। সৈনিক লোকটি আঙুলের ইশারায় মিহিরকে ঢুকতে বলল। এই রুমটার বাহিরেও গ্লাস দ্বারা মোড়ানো, হালকা নীল বর্ণের গ্লাস, ঠিক মতো দরজাটা বোঝা যায় না। মিহির গ্লাসের সামনে দাঁড়াতে গ্লাসের একটা অংশ সরে গেলে মিহির ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে ভীষণ অন্ধকার। ক্রোইল অক্সাইডের বাতি জ্বালানো আছে বোধ হয়। তীব্র আলো জ্বালানোর মতোই তীব্র অন্ধকার তৈরি করার ব্যবস্থা। ক্রোইল অক্সাইড হলো মোমবাতির মতো অন্ধকার বাতি। সে বাতি থেকে কেবলই অন্ধকার বিচ্ছুরিত হবে। কিংবা শোষণ করে নেবে আশেপাশের আলোগুলো।

মিহির দাঁড়িয়ে থাকে। ত্রিশ সেকেন্ড পর অন্ধকারটা কেটে যায়। দেখতে পায়– রুমটাতে কয়েকটা চেয়ার দেয়া, বড় একটা কাঠের টেবিল। টেবিলের পাশে একটা অত্যাধুনিক কম্পিউটার। আর কিছু চোখে পড়ছে না মিহিরের। রিভলভিং এক চেয়ারে বসে আছে পুরো টাক মাথার ড. হার্গেল। অতিরিক্ত ফর্সা হওয়ার কারণে টাক মাথাটা আয়নার মত চকচকে দেখাচ্ছে। 'মি. মিহির, সিট ডাউন' যন্ত্রের আওয়াজের মতো শোনাল শব্দগুলো। ড. হার্গেল বললেন। এখানকার সবশব্দই কেমন যেন রহস্যময়ী। মনে হবে মানুষের তৈরি নয়। মানুষের কণ্ঠস্বরও অন্যরকম। আশ্চর্য!

মিহির কথা না বলে বসে পড়ে। ড. হার্গেলের মুখ দেখা যাচ্ছে না, সে উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। সে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলল, খানিকটা চমকে উঠলো মিহির।

'তোমাকে আমরা একটা বিশেষ কাজে মহাশূন্যে পাঠাচ্ছি। তোমার কি আপত্তি আছে?'

মিহির হাই তুলতে তুলতে বলল, না, নাই।

সরাসরি মিহিরের দিকে তাকিয়ে নেই ড. হার্গেল। তবুও রুমটাতে বিশেষ ব্যবস্থায় মিহিরকে পুরোমতো দেখতে পাচ্ছে। সরাসরি না তাকিয়ে কথা বলার মধ্যে বেশ সুবিধা। জটিল কথাগুলো সহজ করে বলা যায়। পর্যবেক্ষণ করা যায় খুব সহজেই। ড. হার্গেল দেখছেন মিহির নির্বিকার ও ভাবলেশহীন। তার মুখের মাংশপেশীতে বাড়তি কোন টান পড়ছে না। সে যেন পিকনিকে যাচ্ছে– এসব বিষয়ে বড় ভাই জাতীয় কারোর সাথে আলাপ

BanglaBook.org

করছে। ড. হার্গেল খানিকটা আগ্রহ নিয়ে ফের প্রশ্ন করলেন, কাজটা বেশ জটিল, সাহস পাচ্ছ?

জ্বী পাচ্ছি। একটু আনন্দিত কণ্ঠেই উত্তর দিল মিহির। সামান্য ভ্রু কুচঁকালেন ড. হার্গেলের। পুঁচকে এই ছেলেটি বলে কী! এবার খানিকটা বাঁকা হাশি মিশিয়ে বলেন,

এই কাজে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শতকরায় নেই, হাজারে এক ভাগ, বুঝতে পারছ?

জ্বী পাচ্ছি।

ভয় পাচ্ছ না?

জ্বী না।

এবার রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরে মুখের দিকে তাকালেন ড. হার্গেল। ভদ্রলোকের চোখের পলক নড়ছে না। পাথর বসানো চোখের মতো স্থির।

তোমার কি অনেক সাহস?

জ্বী না।

তাহলে ভয় পাচ্ছ না কেন?

ভয় পেয়ে লাভ নেই। আমাকে আপনারা পাঠাবেনই।

ওকে! তুমি যদি না যেতে চাও তো ভিন্ন কথা, পাঠাব না।

মিহির খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তাহলে তো মেরে ফেলবেন। লাভ কি হল?

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন ড. হার্গেল। দশ মিনিটের মতো কথা চলছে অথচ মিহির লক্ষ্য করল তার চোখের পলক একবারের জন্যও পড়ছে না।

তোমার কি ধারণা আমরা খুনি?

জ্বী।

খুন করে আমাদের লাভ কী?

ড. হার্গেলের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। তিনি ভাবেন, উনিশ-বিশ বছরের একটা পুঁচকে ছেলে এতো সাহস পায় কি করে! ড. হার্গেল ভেতর ভেতর উত্তেজনা বোধ করছেন। লক্ষ্য করছেন গভীর পর্যবেক্ষণী চোখ দিয়ে। মিহির হাসান খুব শান্ত ও স্থির হয়ে কথা বলছে। কণ্ঠে ভয় নেই। তবে সামান্য শ্লেষ মেশানো।

আপনারা অহেতুক খুন-খারাবী করছেন। এতে আনন্দ পাচ্ছেন?

ড. হার্গেল একটু হাসল মনে হয়। তার জীবনে এমন কথা সত্যিই

BanglaBook.org

শোনেনি। মজা লাগছে। এই অঞ্চলে পোস্টিং দেয়াতে তিনি বেশ বোর বোধ করে আসছেন। হেড অফিসেই ছিলেন তিনি। জর্জ ক্লিনের সাথে সামান্য বিরোধে জরিয়ে পরেছিলেন। জর্জ ক্লিন তাকে প্রেসিডেন্টকে বলে এখানে পাঠিয়েছে। অনেকটা নির্বাসনের মতো। ড. হার্গেলের একবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল জর্জ ক্লিনকে বলতে, আপনি অহেতুক খুন-খারাবী করছেন। অপ্রয়োজনে পৃথিবীকে নরক বানিয়ে ফেলছেন। কথাগুলো বলতে সাহস পায় নি। জর্জ ক্লিন অসম্ভব ভয়ংকর ও কুচক্রি। প্রেসিডেন্টের সাথে তার বিশেষ খাতির। সে পারে না এমন কিছু নেই।

ইদানীং সাহসী মানুষ দেখা যায় না। দেখা যাবেই বা কেমন করে! পৃথিবী যতই আধুনিক হচ্ছে মানুষও ততই ভীরু ও অসহায় হয়ে পরছে। মানুষের তৈরী যন্ত্রই এখন মানুষের দিকে তাক করানো। যন্ত্রগুলো মানুষের ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলছে।

ড. হার্গেল খানিক চুপ থেকে বললেন,

তোমার ধারণা ভুল ইয়ংম্যান। আমরা একটা মহৎ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। একটা গবেষণার জন্য কখনো কখনো কিছু নিষ্ঠুর হতে হয়, এতে অপরাধ নেই। তুমি কি বুঝতে পারছ?

জ্বী!

ছেলেটার প্রতি খানিকটা মায়া পড়ে গেছে। এই ধরনের সামান্য একটা ছেলের প্রতি মায়া পরাটা সত্যিই রহস্যজনক। তবে কি তার তৃতীয় কোন সত্ত্বা এমন একটা ছেলের খোঁজ করছিল এতোদিন? ছেলেটার বুদ্ধিও খারাপ না। ড. হার্গেল এই দ্বীপ থেকে সাধারণত বাইরে বের হোন না। মানুষ দেখতে তার ভাল লাগে না। চির কুমার ড. হার্গেল নিঃসঙ্গ থেকে কাজ করতে পছন্দ করেন। অথচ জর্জ ক্লিন খুব আমুদে মানুষ। প্রেসিডেন্টের খুব প্রিয়জন। লোকটি হাসতে হাসতে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করতে পারে। তাকে কি কোনদিন কখনো কেউ 'খুনী' বলেছে? অসম্ভব। এই ছেলেটি হয়ত মুখের সামনেই বলে দিতে পারত।

ড. হার্গেল বেশ নরম গলায় বললেন,

ঠিক আছে যাও। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। ও হ্যাঁ– তুমি কি আসলেই মুক্তি চাও? আমি এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

জ্বী না স্যার। মুক্তি চাই না।

ড. হার্গেল এর চোখের পলক পড়ল মনে হয়। খানিকটা ঝুকে এসে

BanglaBook.org

কৌতূহলী হয়ে বললেন, স্ট্রেঞ্জ। বাট হুয়াই?

মিহির এবার ইংরেজিতে বলল, স্যার, আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেও অপঘাতে আমার মৃত্যু হবে। এ কাজটা আপনার ডিপার্টমেন্টের কাউন্টার ইন্টিলিজেন্স করবে, অতএব গবেষণার মতো একটা মহৎ কাজে গিনিপিগ হয়ে মরে যাওয়াই ভাল। গিনিপিগ হওয়াটা কি ভাল হবে না স্যার?

ড. হার্গেল একটু হাসল।

তুমি আসলেই বুদ্ধিমান এবং সাহসী। গড ব্লেস ইউ! ও হ্যাঁ, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, মিহির?

জ্বী করি।

আমি করি না। ঈশ্বর কোথাও নেই। যাক্‌গে, যদি কোথাও ঈশ্বর থাকে তো অবশ্যই সে যেন তোমাকে রক্ষা করেন!

থ্যাংক ইউ স্যার।

উঠে দাঁড়াল মিহির। তার ডান পাশে রূপবতী এক নারী। চিকন গলায় বলল, মি. মিহির, আমার সাথে আসুন।

মিহির নারীটির পিছনে পিছনে যাচ্ছে। একটু থেমে থেমে যাচ্ছে এবং নারীটির প্রতিটি কদম যেন মাপা খট খট শব্দও হচ্ছে।

এক গবেষণাগারে মিহিরকে নিয়ে গেল। সেখানে ফোমের তৈরি একটা ইজি চেয়ার আঁধা সোয়া অবস্থায় মিহির বসতেই মেয়েটির একটা হাত মিহিরের কপাল ছুঁয়ে দিল।

আপনার শরীরের টেম্পারেচার কি নরমাল?

জ্বী, তুমি তা জান।

নারীটি আশ্চর্যান্বিত হল না। মিহিরের ধারণা এই নারীটি একটা রোবট। ইদানীং হুবহু মানুষের মতোই রূপবতী রোবট তৈরি হচ্ছে। এই রোবট শরীর ছুঁয়েই মানুষের টেম্পারেচার মাপতে পারে। রোবটটির হাতের স্পর্শ খুব শীতল। যদিও অত্যাধুনিক সিনথেটিক সেলুলেজ দিয়ে এদের শরীর মোড়ানো এবং দেখে বোঝার উপায় নেই যে এরা মানুষ না। এরা মানুষ না হলেও দেখতে অবিকল মানুষের মতো। তবে এদের শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকদের চেয়ে বেশ নিচে থাকে। নারী রোবটটি একটা ইনজেকশন নিয়ে এল।

মিহির একটু হেসে বলল, তুমি কোন গ্রেডের রোবট? FX-D?

মেয়েটি কোন কথা শুনলো না। এ ধরণের কথার জবাব দেয়ার জন্য তার

BanglaBook.org

সফ্‌ট ওয়্যার তৈরি করা হয়নি। সে যে কথা বুঝতে পারছে না তা না। বুঝতে পারছে। তবে সে এতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। আবার অত্যাধুনিক রোবট হলে বুঝতেও পারবে এবং উত্তরও দিবে। অত্যাধুনিক রোবোটের রসিকতা করার ক্ষমতা বেশ ভালো। নারী রোবটটা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, আপনার শরীরটাতে আমরা বিশেষ একটা কেমিক্যাল দিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলাম। আর কিছুতেই অসুখ বিসুখ হবে না।

মিহির হাসতে হাসতে বলল, ঠিক তোমার মতো; তুমি কি বুঝতে পারছ আমার কথা?

নারীটি বলল, জ্বী না।

তুমি কে?

আমার নাম মিথিলা।

মিথিলা মানে সীতার জন্মস্থান?

সীতা কে? কোন রকম আশ্চর্যান্বিত না হয়েই জিজ্ঞেস করল যন্ত্রটি।

সীতা এক দুখী নারী, রামচন্দ্রের স্ত্রী, রাবণ যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় লংকাপুরী। তোমাদের এই রকম দ্বীপ রাজ্য ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের।

রাম কে? রাবণ কে?

তুমি চিনবে না। তুমি তো একটা যন্ত্র। তোমাকে এতসব ধারণা দেয়া হয় নি।

মানুষের মতই দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল নারীটি। আমার খুব বুদ্ধি–মেয়েটি আস্তে করে বলল।

হ্যাঁ, তুমি মানুষের তৈরি সর্বশেষ প্রযুক্তির রোবট, তোমার বুদ্ধি ঠিক মানুষের সমপর্যায়। ঠিক না?

না। আমার চাইতে আরেক ধাপ উন্নত বুদ্ধিমান রোবট তৈরি হয়েছে।

মিহির বলল, হ্যাঁ ওটা Fx-E। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

Fx-E তে কিছু মানবিক বৈশিষ্ট্যও মেশানো হয়েছে শুনেছি। অর্থাৎ ওরাও হাসতে পারে, কাঁদতে পারে। রসিকতাও করে খুব দেখার মতো। মানুষের মতো প্রেম-ভালোবাসাও আছে।

নারীটির হাতের ইনজেকশনটা পুশ করল। তারপর ঠিক যেন মানুষের কণ্ঠ নিয়েই বলল, তুমি বেশি কথা বলছ। এই জোনের মানুষ বেশি কথা বলে। এটা ঠিক না। বিপদ হবে।

BanglaBook.org

মিহির হাসতে হাসতে বলে,

তুমিও অনেক কথা বলেছ, তোমারও বিপদ হবে– ঠিক না?

মানুষের মতোই হাসি দিয়ে রোবটটি

বলল, তুমি বুদ্ধিমান এবং দেখতে সুন্দর।

মিহির হাসতে হাসতে বলল, তুমিও। শোন মিথিলা, তুমি মানুষ হলে আমি তোমার প্রেমে পড়তাম। অবশ্য এখনো তোমার প্রেমে পড়েছি– অসুবিধা নেই তো?

নারী রোবটটি বলল, সাবধানে থেকো; তোমার সামনে বিপদ।

ধন্যবাদ মিথিলা। মিথিলা একটা প্রশ্নের উত্তর দিবে?

নারী রোবোটটি ফিরে যাচ্ছিল। মিহির হাসানের কথা শুনে ঘুরে দাঁড়ালো। খানিক চুপ থেকে কৌতূহল চোখ মেলে বলল, বলো, কী জানতে চাও? যদিও আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। তারপরও বলো শুনি!

মিহির বলল, মিথিলা, আজ কয় তারিখ?

মিথিলা একটু হাসলো মনে হলো। নরম গলায় বলল, জানুয়ারির চব্বিশ। ৪০১২ সাল। আর শোনো, তুমি সত্যিই বেশ মজার মানুষ। আমি এরকম মানুষ আগে কখনো দেখিনি!

মিহির বেশ হাসতে হাসতে বলল, তুমিও মিথিলা।

ওকে। গুড বাই।

সি ইউ এগেইন!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

শেষ পর্যন্ত মিহিরকে এনক্লোজার-২৮ খেয়াযাজান করে পাঠানো হচ্ছে মহাশূন্যে। এনক্লোজার-২৮ একটা খেয়াজান। আকারে খুব বড় নয়। মাঝারি ধরনের টানেলের মতো, পিছনের অংশে হাইড্রোজেন জ্বালানি মজুদ রাখা, এই জ্বালানির দহন বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তি শব্দের চেয়েও কয়েকগুণ দ্রুততায় ছুটতে থাকে। তবে বেগটা আলোর বেগের সমান নয়। আলোর বেগের সমান গতিসম্পন্ন খেয়াযান তৈরির চেষ্টা চলছে, এটা পেতে বেশিদিন লাগবে না। মিহির কিছুদিন আগে একটা বিজ্ঞান ম্যাগাজিনে পড়েছিল, এখন সে নিজের চোখেই দেখছে এনক্লোজার-২৮। ক্যাপস্যুলের মতো দেখতে খেয়াযানের মাঝামাঝি একটা কম্পার্টমেন্টে ভাসমান চেয়ারে বসানো হয়েছে মিহির হাসানকে। শরীর শক্ত বেল্টে বাঁধা, ইচ্ছে করলেই সে মুক্ত হতে পারবে না। মিহির অবশ্য হাত-পা মুক্ত করার কথা ভাবছেও না, তার মাথার ভেতর চিন্তা অন্যরকম। বেশ কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক করছে। তাকে পাঠানো হচ্ছে কোথায় এবং কেন? ড. হার্গেল তাকে বেছে নিলেন কেন? অন্যদের কপালে কি ঘটেছে তা অনুমান করা যায়। মৃত্যু তার জন্যও অপেক্ষায় আছে। খুব দূরে নয়। মিহির হাসান নিজেকে শান্ত রাখার চিন্তা করছে। শান্ত রাখার জন্য মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। জীবনানন্দ দাশের কবিতা। অতিরিক্ত টেনশনে দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, প্রেসারে গণ্ডগোল দেখা দেয়। এতে সমস্যা সমাধানের সহজ চিন্তাগুলো আসে না। মিহির টেনশন মুক্ত থাকতে চাচ্ছে। টেনশন মুক্ত থাকার জন্য তার একটাই পথ হল নীলার কথা চিন্তা করা। এখন নীলার চিন্তা মাথায় আনা যাবে না। কবিতা আবৃত্তি করলে আপনা আপনি নীলার মুখখানা ভেসে ওঠে। মনে হয় সে যেন নীলার সামনেই বসে আছে। হালকা হালকা লাগে তখন।

সামনের মুভিং চেয়ারে বসে থাকা অতিরিক্ত ফর্সা ধরনের লোকটি তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন। পুরো মাথাটা স্বচ্ছ পলি প্রোপাইলিনের হেলমেট। বাইরে থেকে চকচকে টাকমাথা দেখা যাচ্ছে। তার মুখ নড়ানো দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে কথা বলছে। কার সঙ্গে এবং কি কথা এটা বোঝা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

আরেকজন স্থির হয়ে আছে। স্থির হয়ে থাকা লোকটি কোন কথা তো বলছেই না আগামী দুই-এক বছরেও যে কথা বলবে না তা অনুমান করা যায়।

মিহির বাইরে তাকাল। সাগরের নীল জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে দৌড়াচ্ছে যেন। এ রকম অশেষ জলের উপর ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপগুলো দূরবর্তী জলযানের মতো ভাসছে। ঝিক ঝিক করছে রোদের আলোতে।

বঙ্গেপসাগরে জেগে ওঠা এই দ্বীপটি এখন মহাশূন্যের গবেষণা এবং আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের সাবস্টেশন। চকচকে রোদ সাগরের উপর পড়ছে; ঝিলিক দিচ্ছে। পরিষ্কার আকাশ। প্রচুর বাতাস এখানে। মসৃণ পাকা রাস্তায় চোখ পড়লে মনে হয় রাস্তাগুলো এই মাত্র বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, অথচ এখানে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের পানি ফিল্টার করে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়। এই দ্বীপ থেকে দূরে কক্সবাজার দেখা যায়। মোছা মোছা অপরিষ্কার। মিহির গ্লাসের ভেতর থেকে গাঢ় দৃষ্টিতে প্রিয় স্বদেশকে দেখার চেষ্টা করছে। তার বুকে সামান্য ব্যথার মতো করে উঠল। তার জীবন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি। নীলার কথা মনে হলো। পরিষ্কার ভেসে উঠল নীলার পরীর মতো মুখটি। আহ্! বেচারী নীলা। আহ্!

ঝলমলে আলোর ভেতর মিহির লক্ষ্য করল শা শা করে কয়েকটি গাড়ি এনক্লোজারের চারপাশে থামল। নীল রং এর গাড়ি থেকে নামলেন ড. হার্গেল। ছোটখাট মানুষ। লাল টকটকে গায়ের রং। ভ্রু চেঁচে ফেলে দিলে যেমন দেখায় ঠিক তেমন অবস্থা। চোখ দুটোও স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট। তার সাথে বড় বড় টিভি ক্যামেরা নিয়ে কয়েকজন। তারা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ক্যামেরায় ছবি ধারণ করছে। এসব ছবি কম গুরুত্বপূর্ণ না। বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হেড কোয়ার্টারে ডকুমেন্টরি হয়ে চলে যায়।

ড. হার্গেল এনক্লোজারের কাছে এলেন। খাট করে পাল্লা খুলে গেল। তিনি পাইলটের সিটে বসে থাকা দুইজনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। অল্প কথায় কুশলাদি সারলেন। ড. হার্গেলের হাসিমাখা মুখ। কোন এক বিশেষ কারণে তার মেজাজটা ভাল। নাকি ক্যামেরার সামনে হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখানোর নিয়ম। মি. জর্জ ক্লিন অসম্ভব ধূর্ত। বিষণ্ণ মুখ দেখলে কিনা কি ভেবে বসতে পারে।

ড. হার্গেলের জীবনকে বলা চলে অর্থহীন করে দিয়েছে এই মি. ক্লিন। অথচ তার সামনেই তাকে হাসি মুখে থাকতে হয়। কৃত্রিম হাসি মুখের ছবি তুলে পাঠাতে হয়। ড. হার্গেল বেশ খানিকটা ঝুঁকে মিহিরের দিকে

BanglaBook.org

তাকালেন। মিহিরের মনটা ইতোমধ্যে হালকা হয়ে গেছে। কবিতায় কাজ দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগের খারাপ লাগা ভাবটা নেই। এখন আর কেউ কবিতা পড়তে চায় না। এগুলো অলস মস্তিস্কের ধান্দাবাজি! মিহির অনেক কষ্টে বহু বছর আগেকার কবিতাগুলো সংগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে নীলাকে আবৃত্তি করে শোনায়। নীলা বিস্ময়ভরা মুখ তুলে বলে, এসব কবিতা কার লেখা? মিহির কবির নাম বলে না। সে বলে, এ কবিতা এখন আমার। নীলা আস্তে করে বলে, আশ্চর্য! তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ।

মিহির হাসান কবিতা আবৃত্তি করছে। ড. হার্গেল মিহিরের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় কী যেন বলার চেষ্টা করলেন। মিহির কবিতা থামিয়ে বললেন, স্যার, ফের দেখা হবে।

মি. হার্গেল ছোট্ট শব্দে বললেন, আশা করছি।

স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

বলো।

আপনার ভ্রু কি ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলানো হয়েছে নাকি জন্ম থেকেই এ অবস্থা?

হাসি হাসি ভাব নিয়ে মিহির প্রশ্ন করছে, এই প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন নেই– এটাও সে জানে। তবে কি সে রসিকতা করছে? ভয়াবহ সময়ে মানুষ রসিকতা করতেই পারে। ড. হার্গেলের চরমভাবে রাগান্বিত হওয়ার কথা, অথচ তিনি রাগলেন না। একটুখানি হাসলেন। মনে মনে বললেন, আমি এতদিন এই ছেলেটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গড ব্লেচ ইউ।

ড. হার্গেল চলে যাওয়ার সাথে সাথেই এনক্লোজার-২৮ জোরছে এক ঝাকুনি দিয়ে উড়ে গেল আকাশে।

এত দ্রুত সে উড়ছে যেন মনে হচ্ছে যন্ত্রটি স্থির। শূণ্যে আকাশের ভেতর ভাসছে। একটুও নড়ছে না। অথচ শব্দের চাইতে বহুগুণ দ্রুত যাচ্ছে।

মহাশূন্যে রাত বা দিন বলে কিছু নেই। অসংখ্য তারার আকাশের ভেতর এনক্লোজার-২৮ দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। হাইড্রোজেন জালানী হিসাবে প্রচুর ধোঁয়া দেয়। দূর থেকে দেখা যাবে যেন একটা ধোঁয়ার স্রোত মুহূর্তে দানবের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মিহিরের ঘুম পাচ্ছে। ইতোমধ্যে সে একদফা ঘুমিয়ে নিয়েছে। ঘুমের কোন সমস্যা নেই। ফর্সা মতো মানুষটা ঘুমাচ্ছে না মনে হয়। অনর্গল মুখ

BanglaBook.org

নাড়ানোর পাশের জন যাকে পাইলট বলে ধারণা করা হচ্ছে সে চালকের মতোই স্থির হয়ে আছে।

চালকের সামনে যে টিভি পর্দার মতো মনিটর রয়েছে সেখানে গ্রহ-উপগ্রহগুলো দেখা যাচ্ছে। মিহির লক্ষ্য করল পৃথিবীটা মাঝারি আকাশে একটা বলের মতো দেখাচ্ছে। সূর্যের আলোতে গ্রহগুলোও জ্বলজ্বল করছে। অশেষ শূন্যতা দেখতে দেখতে মিহির আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল যান্ত্রিক শব্দে।

ঠিক কখন ঘুমিয়েছিল মনে করতে পারছে না মিহির। ঘুম ভাঙার পর সে লক্ষ্য করল– এখন সে আর চলন্ত কোন যানে নেই। সে এখন বড় এক হল ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছে। এই রুমটাতে অক্সিজেনের কমতি আছে বলে মনে হচ্ছে না। বড় বড় নিশ্বাস নিল মিহির। নিশ্বাস নিতে কোনই সমস্যা নেই। রুমটি একটু বেশি শীতল মনে হচ্ছে। রুমটার কোথাও খোলা জানালা কপাট চোখে পড়ছে না।

মিহির বুঝতে পারছে– তাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষেণে রাখা হয়েছে। সে নির্লিপ্ততার ভাব করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা হাই তুলল, তারপর বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফর্সা মতো মোটা এক ভদ্রলোক ঢুকে পড়ল কক্ষটিতে। ভারি মেটাল দিয়ে তৈরী কক্ষটা। সাধারণ ভঙ্গিমায় এগিয়ে এসে বলল, মি. মিহির, গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ হ্যাভেন।

মিহির একটু হেসে বলল, থ্যাংক ইউ স্যার।

তুমি কি ক্লান্ত?

জ্বী না, আমি ঠিক আছি।

আমি মাইক ওয়েল সামান্য চাকুরিজীবী এখানকার। কিছুক্ষণ ধরে তোমার কাছাকাছি আছি কথা বলার সুযোগ হয়নি। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। ঘুম কেমন হল?

ধন্যবাদ মাইক, আমার হাত-পা কি বাঁধাই থাকবে?

এটা তোমার জন্য মঙ্গল। হাত-পা খোলা থাকলে তুমি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে পার– এতে তোমার বিপদ হতে পারে।

মিহির হাসতে হাসতে বলল, এখন কি আমি বিপদমুক্ত?

মাইক ওয়েল খানিকক্ষণ চুপ থাকলো। মনে হল সে কিছু বলবে। তারপর কিছু না বলে দুইবার কাশলো। ঠাণ্ডা পরিবেশের কারণে কাশি হতে

BanglaBook.org

পারে। মিহির এবার বেশ আস্তে আস্তে বলল, আমার কাজটা কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা?

আমি ঠিক জানি না। মি. মাইক সামান্য বিরক্তমুখে কথাগুলো বলল।

ওকে মহামান্য মাইক, আপনাকে ধন্যবাদ।

বিরক্তির পরিমাণটা বাড়িয়ে টনটনে গলায় ফের বলল, তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। তোমার শরীরের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। আর শোন কোন রকম চালাকি কর না। এর আগে প্রায় চারশত জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে চালাকির জন্য। এখান থেকে পালানোর কোন পথ নেই। কথাটা ভালো করে মনে রেখ।

মিহির একটু হেসে বলল, তুমি নিশ্চিত থাকো আমি পালাবো না। পালানোর ইচ্ছেও আমার নেই।

মি. মাইক গাঢ় চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ মিহিরের দিকে। এর আগের চারশত জনকে যে ভাবে দেখেছে ছেলেটি সে রকম নয়। কেমন যেন। ছেলেটি যেন বেশ মজা করতে এসেছে। ড. হার্গেল আর কাউকে পেল না এতো বড় এক নির্বোধ ছেলেকেই পাঠালো?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

পুরো জানুয়ারি জুরে একাডেমিক কাজে ব্যস্ত ছিলো নীলা। মেডিকেলের থার্ড ইয়ারের জেনিটিক্স ব্রিডিং এর ওপর একটা রিসার্স পেপারের কাজে তাকে খাটাখাটনি করতে হয়। এই জোনের কেউই এ ধরনের কাজে হাত লাগানোর সাহস দেখায় না। রিসার্স করে লাভ কী! ডাক্তারি পাশ করার পর অন্যদের মতোই সাধারণ চাকুরি করতে হয়। রোগি পত্তর নাই। পৃথিবী থেকে সাধারণ অসুখবিসুক উঠেই গেছে বলতে গেলে। মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয়া হচ্ছে ভেকসিনের মাধ্যমে। মানুষ এতে বিচলিত নয়। এক অর্থে তারা সুখি। মৃত্যুই তাদের কাছে কামনীয়। সামাজিকতা নেই। ধম-কর্ম নেই। সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল আস্থা নেই। তারা জানে সৃষ্টির রুপান্তর প্রক্রিয়ায় তাদের জন্ম। আমেরিকার রিলিজিয়ার্স একাডেমি এই তত্ত্ব প্রচার করছে। সবাই যে আমেরিকার রিলিজিয়ার্স একাডেমির এসব তত্ত্ব মেনে নিচ্ছে, তা না। তবে প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করার সাহস কেউই রাখে না।

নীলা গভীর আগ্রহ নিয়ে রিসার্সের কাজটি করেছে। নীলা জানে, পেপারটি প্রকাশিত হলে পৃথিবী জুড়ে হৈ চৈ পরে যাবে। নীলার শান্তি এখানেই। তার দিকে সবার দৃষ্টি পড়লেই সে আসল কাজে হাত দিবে। এ অঞ্চলের প্রতি যে অমানবিক ও হটকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে একের পর এক তা সেন্ট্রাল অথরিটির নজরে নিয়ে আসা। যে কয়েকজন মহামতি সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জোনের উপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে যাচ্ছে তাদের সামনে তুলে ধরবে আসল চিত্র। কাজটি অতটা সহজ না। গোয়েন্দা বিভাগ ঘুর্ণাক্ষরে ঠের পেলে কী যে হবে ভাবাই যায় না। সেন্ট্রাল অথরিটি কী জানে তাদের নিয়ন্ত্রাধীণ গোয়েন্দা বিভাগ ও প্রতিরক্ষা বিভাগ দিনে দিনে পৃথিবীকে নরকের দিকে ঠেলে পাঠাচ্ছে? হয়ত জানে! হয়ত জানে না! জানার সম্ভবনাই বেশি। না জানার সম্ভাবনা সামান্য হলেও তো আছে। তবুও জীবনের ঝুকি নিয়ে এ কাজটি করতে চায় নীলা।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে কৃষ্ণচূড়ার গাছে ঝাপি ঝাপি লাল রং। নীলার হলরুম থেকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ চোখে পরে। সে দিকে তাকিয়ে ছিলো বেশ

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ। বেশ কিছুদিন মিহিরের কোনো খবর নেয়নি সে। মিহিরের কথা মনে আসতে হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে যেন নীলার। মোবাইলের বাটনে চাপ দিতেই মনটা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। মিহিরকে মোবাইলে পাওয়া যাবে না। মিহির মোবাইল প্রায় সময়ই বন্ধ রাখে। ওর ধারণা মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলেই মানুষ মূলতঃ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মানুষের আত্মার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। নীলা একদিন বলেছিলো, মোবাইল বন্ধ রাখলে তোমাকে চাইলে পাবে কি ভাবে? মিহির হাসতে হাসতে বলেছিলো, অন্তরে ডাক পাঠাও। আসব চলে।

নীলা আশ্চার্যন্বিত হয়ে বলে, বাহ! ভারি সুন্দর কথা তো! এ সব কথা তুমি পাও কোথায়?

মিহির তখন হাসতে হাসতে বলেছিলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শোনো তার মোবাইলিং সিস্টেম। দুই হাজার একশো বছর আগে ঐ ভদ্রলোক কী বলে গেছেন।

বলেই গান গাইতে শুরু করে মিহির।

'অমন করে বাইরে থেকে ডাকব না।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব-আনব ডেকে
না না অমন করে বাইরে থেকে ডাকব না...'

নীলা কান ফেলে শোনে। বাহ! ভারি সুন্দর তো!

বাটন টিপে যখন মিহিরকে পেলো না ঠিক তখনই তার মনের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। সে বেরিয়ে পরল মিহিরের সন্ধানে। মিহিরের বাড়িতে গিয়ে যখন সব ঘটনা শুনল তখন সে কিছু সময়ের জন্য বাক রুদ্ধ হয়ে রইল। কথা বলতে পারল না। মিহিরের মা ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, ও নীলা ও নীলা, আমার মিহির সোনা কই? কই গেলো? ওরে নিয়া আসো। ওরে নাকি ধইরা নিয়া গেছে?

নীলা এফ আর এস বাহিনীর সাব স্টেশনে যায়। বাহিনীর কেউই এ ব্যাপারে মুখ খোলে না। নীলাকে জানানো হয় মি. মিহির হাসানের নিয়োগ এবং পোস্টিং এর ব্যাপারটা মহামান্য ড. হার্গেল জানেন। তার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

নীলা ড. হার্গেলের সাথে দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু ড. হার্গেলের সাথে দেখা করা অত সহজ না।

BanglaBook.org

ড. হার্গেল সবার সাথে দেখা দেন না।

০০০ টুইন।

এটি একটি মঙ্গল গ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহ। পুরোটাই ভারি মেটালে তৈরি। দূর থেকে দেখলে বিরাট একটা দানবের মতো মনে হবে। গোলাকার। যেখানে পৃথিবীর মতোই মধ্যাকর্ষণ শক্তির বলয় তৈরি করা হয়েছে– সাধারণভাবে হাঁটাচলা করা যাবে। এই উপগ্রহের চারপাশেও পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডলের আবরণের ব্যবস্থা রাখা আছে।

সব কিছু পৃথিবীর মতোই পার্থক্য শুধু এখানে মাটি নেই। মেটালে ভরা। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটিই খেয়াযান আছে। খেয়াযানের নাম এনক্লোজার-২৮। খেয়াযানটির দুই পাশে লেজার আর্মস নিয়ে পাহারায় আছে দুই জন সৈনিক। যদিও পাহারার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না এখানকার অধস্থানীয় কর্তাব্যক্তি মি. মাইক। মিহিরকে ছোট একটা কক্ষের মধ্যে রাখা হয়েছে। তার ডি এন এ পরীক্ষা করা হয়েছে। ডি এন এ ম্যাপে সামান্য ত্রুটি ধরা পড়েছে। এটি ঠিকঠাক করার পর মূল গবেষণায় মিহিরকে ব্যবহার করা হবে। গবেষনাটা সামান্য বিষয় নিয়ে। মিহিরের শরীরে ঢোকানো হবে মহাশূন্যের অতি ভয়ংকর ভাইরাস 'পেজ ১৮'। এই ভাইরাস প্রতিরোধের ব্যবস্থার জন্য যে সকল ভ্যকসিন তৈরি করা হয়েছে তা প্রয়োগ করা হবে একের পর এক। এই পরীক্ষাটা সফল হলেই মহাশূন্যে মানুষের স্থায়ী আবাস গড়ে তোলা সম্ভব।

পেজ-১৮ ভাইরাস অতি শীতল অবস্থায়ও জীবিত থাকতে পারে। মহাশূন্যে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাণীর মধ্যে এটিই সব চাইতে ভয়ংকর। আমেরিকার গবেষণা সংস্থা এই প্রকল্প নিয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. ক্লিন এর প্রধান। সর্ব মোট ত্রিশ জন বৈজ্ঞানিক কাজ করে যাচ্ছে জিরো জিরো জিরো টুইন নামের এই কৃত্রিম উপগ্রহে।

ত্রিশ জনের মধ্যে মূলত যোশেফই সব চেয়ে ক্ষমতাধর কর্মকর্তা। তার নির্দেশে অন্যরা কাজ করে যাচ্ছে। বাকিরা গবেষণায় ব্যস্ত। বড় একটা ল্যাবরেটরিতে এরা কাজ করে যাচ্ছে। এরা স্বাধীন নয়। ইচ্ছে হলে ল্যাবরেটরি থেকে বেরুতে পারবে না। এদের দেহে এমন উপাদান ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

দেওয়া হয়েছে যে এরা ক্ষুধা, কাম, বাসনার বাইরে। পেজ ১৮ ভাইরাসের কারণে এখানকার কেউই নিরাপদ নয়। এই ভাইরাসটির ভ্যাকসিন যখন কার্যকরী হবে তখন থেকে তারা মুক্ত বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে। যদিও যোশেফ জানে এই আশ্বাস মূলত মিথ্যে আশ্বাস। মহাশূন্যে অনন্ত কালের বাসিন্দা যারা হতে যাচ্ছে তাদের তালিকায় ঐ সব নির্বোধদের নাম নেই। মহামান্য মি. ক্লিন অবশ্যই জঞ্জাল পুষবেন না।

০০০ টুইন। একটি গবেষণার জন্য নির্মিত উপগ্রহ হলেও এর মধ্যে মজুদ রাখা আছে ভয়ংকর পারমানবিক অস্ত্র।

অতি গোপনীয়তায় এই অস্ত্র মজুদ ও সংরক্ষণ করে রেখেছে মি. ক্লিন। মি. ক্লিন এবং তার অনুগত দক্ষ এবং ভয়ংকর বাহিনী এই টুইন কে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে।

অত্যন্ত ধুরন্দর প্রাণি এই যোশেফ। এর বাবা ছিল ইসরাইলের মন্ত্রি পরিষদের সদস্য। আততায়ীর গুলিতে মারা যান ভদ্রলোক। ইসরাইল থেকে চলে আসে আমেরিকায়। মি. ক্লিনের সাথে যোগাযোগ হয়। দুই জনের মানসিক দূরত্ব নেই বললেই চলে। প্রচণ্ড উচ্চাভিলাসী যোশেফ অল্প দিনেই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হয়ে যান।

ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াল্ডার এক বস্তিতে ক্লিনের জন্ম। বস্তি বলতে ওটা একটা পরিত্যাক্ত নগর বলা যায়। বড় বড় অট্টালিকা সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে অথচ অভিজাত শ্রেণীর মানুষজন বাস করছে না এই অঞ্চলটাতে। ওখানে এক সময় এনথ্রাক্স গবেষনাগার ছিলো। দুর্ঘটনার ফলে বেশ কিছু এনথ্রাক্স জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এই অঞ্চলটিতে। সে জন্য এলাকার মানুষজন সবকিছু ফেলে অন্যত্র সেটেলড হয় এবং এর বেশ কিছু বছর পর গরিব শ্রেনীর মানুষেরা এখানে বসতি গড়ে তোলে। ওয়াল্ডার বস্তিতে মি. ক্লিন বেড়ে ওঠে এক কসাই দম্পতির কাছে। এর পর ক্লিনকে দত্তক নেয় এক কর্নেল দম্পত্তি। কর্নেল দম্পতির কোন সন্তানাদি না থাকায় তারা দ্রুত ক্লিনকে নিজেদের ছেলের মতো করে বড় করে তোলে। বাইরে বাইরে ক্লিন যতই শান্ত স্বভাবের ভেতর ভেতর ততটাই অশান্ত ও হিংস্র প্রকৃতির। কর্নেল দম্পতিও ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে কিশোর ক্লিন একজন সিরিয়াল

BanglaBook.org

কিলার হতে যাচ্ছে।

স্কুলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পনেরো জন কিশোর কিশোরী মারা যায়। ক্লিন কিশোর অবস্থায় এমন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়ে ফেললো যা কেউ বুঝতে পারল না। ক্লিন খুব আনন্দ পায় সে অতি ঠাণ্ডাভাবে প্ল্যানটা করে একাই এই কাণ্ডটা করতে পেরে ভেতর ভেতর খুব উত্তেজনা বোধ করে।

কিশোর ক্লিন ছাঁদ থেকে ধাক্কা দিয়ে তার মাকে হত্যা করে। তারপরের বছর কর্নেল বাবাকে। কর্নেল ঘুমোনের আগে প্রচুর মদ্যপান করার অভ্যাস ছিলো। মদের মধ্যে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে রাখে ক্লিন। দত্তক বাবা মায়ের মৃত্যুর পর ক্লিন একা হয়ে পরে। ক্লিন অতি কাতর ভাষায় মিডিয়ায় সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। এতিম এক আমেরিকান কিশোরের আবেদন প্রচার হলে সেন্ট্রাল অথরিটির কৃপা দৃষ্টি লাভ করে সামরিক শাখায় পড়ালেখায় সুযোগ পায় ক্লিন। অত্যন্ত মেধাবী ছিলো সে। ভালো রেজাল্ট করে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয় ক্লিন। তুখোর অফিসার হিসাবে অল্প দিনেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে একের পর এক যুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীর বহু জোনের বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে এই নরপিশাচ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

০০০ টুইনের প্রধান নির্বাহীর হাতে সবুজ রঙের একটা টেস্ট টিউব, এটিতে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে পেজ-১৮ ভাইরাস। একটু পরেই মিহিরের শরীরে পুশ করা হবে। দুইজন অ্যাসিস্টেন্ট মিহিরের শরীরের প্রেসার মাপলো। তারা কেউ কোন কথা বলছে না। কক্ষটিতে একটা বড় টিভি মনিটর রাখা। হঠাৎ বিচিত্র শব্দে মনিটরটা চালু হয়ে গেল। মনিটরে ভেসে উঠল মি. ক্লিনের মুখ। চুরুট টানছে এবং বেশ চিন্তিত।

প্রধান নির্বাহী হাতের টিউবটা রেখে সাংকেতিক ভাষায় অভিবাদন জানাল। প্রধান নির্বাহীর নাম জানতে পারল মিহির। মনিটরে ভেসে ওঠা মি. ক্লিন বিরক্ত হয়ে বলছে– এই ছোকরাকে কে পাঠাল?

স্যার, ড. হার্গেল।

ঐ বদলোকটা কোন কুমতলব আটেনি তো?

না স্যার, ড. হার্গেল আমাদের কাজকর্মের সম্বন্ধে সামান্যই জানে। খুব বেশি তত্ত্ব জানার কোন সুযোগ নেই।

তা অবশ্য ঠিক। তবে বলা যায় না। এই প্রকল্পের মধ্যেই কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে– তা তো বুঝতেই পারছ।

জ্বী স্যার।

শোন, খুব বেশি দিন দেরি করা ঠিক হবে না। এদিকে প্রেসিডেন্টকে নরকে পাঠানোর ব্যবস্থা ঠিকঠাক করা হয়েছে। তোমাদের কাজকর্ম ঠিকঠাক হলেই অপারেশন চালাতে বলব।

স্যার, আরো কিছুদিন সময় নিন। টুইনের মধ্যে যে পরিমাণ পারমানবিক বোমা সংরক্ষণ গড়ে তোলা হয়েছে– তা দিয়ে আমেরিকাকে ধ্বংস করা কি যাবে?

বেশ খানিকটা বিরক্ত হলো মি. ক্লিন। তার চিন্তার ভাবটা গাঢ় হল।

সবটুকু ধ্বংস করা যাবে না হয়ত। তবে যতটুকু প্রয়োজন তা তো পারা যাচ্ছে। ওকে! এ বিষয়ে পরে কথা বলা যাবে। এই ছোকরাটার অবস্থা কি?

স্যার, আমিই একজন বাঙালির কথা বলেছিলাম। বাঙালির রক্ত মিশ্র

BanglaBook.org

জাতির। এই রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা বিশেষ কৌশল রক্তের মধ্যে তৈরি হয়। মনে হচ্ছে– এই ছোকরার শরীরে ভ্যাকসিনগুলো কাজ দিবে। দেখা যাক।

ওকে! গুডলাক। বাই যোশেফ।

থ্যাংক য়্যু স্যার।

মনিটরটা বন্ধ হয়ে গেল। প্রধান নির্বাহী যোশেফ বেশ আনন্দিত। যোশেফ এই লোকটিকে ঈশ্বর জ্ঞান করে। মি. ক্লিন সত্যি আগামী মহাবিশ্বের অধিশ্বর হতে যাচ্ছে। পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে মি. ক্লিনের হাতে। আর তখন সে হবে দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি। যোশেফের শরীরের ভেতর তির তির করে আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়।

মি. ক্লিনকে সবাই চেনে। মিহির আগেও কয়েকবার টিভিতে তাকে দেখেছে। লোকটা দেখতে আলাভোলা শান্ত প্রকৃতির হলেও ভিতরে ভিতরে বজ্জাতের হাড্ডি তা বোঝা যায়। এই শয়তানটিই পুরো এশিয়াকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে। মিহির এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলো। এখন তার কাছে দিনের স্পষ্ট আলোর মতো সত্য যে, যা কিছু হচ্ছে তা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। মিহির মনে মনে কয়েকটি বিষয় ঠিক করে নেয়। এক. ড. হার্গেল এই ষড়যন্ত্রের কিছুই জানেন না। দুই. আমেরিকা স্বয়ং ধ্বংসের হুমকিতে রয়েছে। তিন. তার নিজের মৃত্যু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে না। চার. মহাশূণ্যের এই গবেষণা সংক্রান্ত স্টেশনটি মূলত একটা সামরিক যান, এখান থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ কাজ হবে না। পাঁচ. সুবিধার কথা হলো তাকে কেউ বিপদ জনক মনে করছে না।

মিহির মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে। হে ঈশ্বর!

সত্যি সত্যি তার ভয় হচ্ছে। নার্ভগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ভয় পেলে অ্যালডেস্টরন হরমোনের কারণে শরীরে বাড়তি শক্তি পাওয়ার কথা। তাতো হচ্ছেই না, বরং সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। মায়ের কথা মনে হল। আহ্! মাকে একবার দেখতে পারলে কতই না ভাল লাগত। বিপদে পড়লে কি যেন একটা দোয়া পড়ে মা। মনে করার চেষ্টা করছে। মিহির কোনদিন কোন ধর্মকর্মে মন লাগায়নি; মাকে দেখছে মাঝে মাঝে আরবি ভাষায় দোয়া-দরুদ পড়তে। হঠাৎ তার মনে পড়ে কয়েকটা লাইন– লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা...

আরবি শব্দে খানিকটা বিচলিত হল প্রধান নির্বাহী যোশেফ। ভ্রু কুচকালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

মিহির এবার দোয়া ইউনুস পড়ছে। মাছের পেটে ইউসুফ নবী এই দোয়াটা পড়েছিলেন। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মিহির যোশেফের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম হাসি দেবার চেষ্টা করল। এতে যোশেফ আরো কৌতুহলী হয়ে উঠল এসিস্টেন্ট দুজন স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মিহির বেশ শব্দ করে ইন্নালিল্লাহি... বলে উঠল।

মিহির তুমি কি কিছু বলছ? পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করল যোশেফ।

জ্বী স্যার।

ঠিক আছে বল। আজ আমার মন ভাল– ঠিক এই কারণে একটি প্রশ্ন করার অনুমতি দিলাম।

স্যার, আপনারা কি অমর?

যোশেফ আরো কৌতুহলী হয়ে উঠল। তার চোখ দুটো বেশ সরু হয়ে গেছে, পিটপিট করে তাকাচ্ছে মিহিরের দিকে।

হ্যাঁ, কিন্তু এ কথা তোমার মাথায় কেন এল?

এমনি কেবল অমর ব্যক্তিরাই মানুষকে হাসতে হাসতে মেরে ফেলতে পারে।

যোশেফের মনটা আজ আসলেই ভালো। পেজ-১৮ ভাইরাসটা খুব সম্ভব নিযন্ত্রণ হতে যাচ্ছে। তাদের দীর্ঘদিনের অপারেশন সাকসেস হতে যাচ্ছে। যোশেফ বেশ আহ্লাদিত কণ্ঠে বলল,

আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কয়েকজনের জন্য এই মহাবিশ্বকে সাজিয়ে রাখব। খুব সহজ হিসাব। পৃথিবী হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষাগার। মহা বিশ্বের মহাপরাক্রমশীল শক্তিধর হতে যাচ্ছি আমরা কয়েক জন। তুমি কি বুঝতে পারছ? মহাশূন্যের এই পেজ-১৮ ভাইরাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমাদের আর কোন মৃত্যু ঝুকি থাকবে না।

কিন্তু স্যার পৃথিবীর সবাইকে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে– এটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কথা।

শব্দ করে হাসল যোশেফ। ছেলেটা এখনও ধর্ম-কর্মের কথা বলছে। তারপর খানিক দাম্ভিক স্বরে বলল,

তুমি বোকা। আমি একজন নির্বোধ বালকের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি যে নির্বোধ তা কি তুমি জানো?

জ্বী স্যার জানি। আমি এক প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ।

BanglaBook.org

তবে তোমার প্রতি আমার দয়া করার করার অনুভূতি সক্রিয় হচ্ছে। কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। হতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি মারা যাবে, আবার এ রকম নাও হতে পারে। কেননা এ রকম অনেক পরীক্ষায় অনেক মানুষকে মরতে হয়েছে। কখনো কিন্তু দয়ার ব্যাপারটা আসে নাই।

স্যার, দয়া ব্যাপারটা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত। সৃষ্টিকর্তা নিজে দয়ালু এ জন্য তিনিও মানুষের মধ্যে দয়ার অনুভূতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

হাসতে হাসতে যোশেফ বললো, তুমি আসলেই বোকা। অসম্ভব নির্বোধ।

ফোল্ডিং চেয়ারে আধাশোয়া অবস্থায় আছে মিহির। যে ভাবেই হোক তাদের গবেষণার ব্যাঘাত ঘটাতে হবে। সময় যত পেড়িয়ে যাবে ততটাই জীবন বোনাস হিসাবে পাবে সে। এতে যদি এক সেকেন্ড পাওয়া যায় তাও লাভ।

মিহিরও হাসলো।

'স্যার, আমি খুবই নির্বোধ। নির্বোধ হওয়ার জন্য আমার বন্ধুরা আমার একটা আলাদা নামে ডাকতো, মি. ফুলমতি। এই ফুল মানে বোকা। আমাদের দেশে ফ্লাওয়ারকে অবশ্য ফুল বলে। কিন্তু সেটা ফুল না। স্যার, আমি যে কী পরিমাণ বোকা তার কি এটা উদাহরণ দেবো?

যোশেফ এর কৌতুহল ব্যাপারটা কেটে গেছে। সে এখন শব্দ করে হাসছে। মেটালিফ রুমটাকে শব্দগুলো প্রকম্পিত হচ্ছে। ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে শব্দ করে বলল,

'আচ্ছা বলো

মিহির আনন্দের সাথে বলছে। আশ্চর্য! তার ভয় ভয় ভাবটা এখন আর নেই। শরীরে শক্তি পাচ্ছে পুরোদমে।

স্যার, একটা মেয়ে আমাকে ভীষণ ভালোবাসতো অথচ আমি তার এই ভালোবসার ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। সে বিভিন্ন ভাবে আমাকে এই ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছে আমি বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারিনি। এখন আফসোস হচ্ছে। মরার আগে যদি মেয়েটাকে একটা বারের জন্যই বলতে পারতাম। নীলা, আমিও তোমাকে ভালবাসি হাঃ হাঃ।

এটা এখনও সম্ভব।

না স্যার, এটা আর সম্ভব নয়। ঈশ্বর থাকলেও সম্ভব হতো না। কারণ নীলাকে খুঁজে বের করে এখান থেকে কিভাবে বলবো! ঠিক না স্যার?

BanglaBook.org

মিষ্টার যোশেফকে একটু চিন্তিত দেখালো। বেশ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে রইলো।

মিহির, আমারও ইচ্ছে তুমি অন্তত নীলাকে একবার বলো ভালোবাসার কথা। দেখি মেয়েটা কি বলে। তুমি কি জানো এই মহাবিশ্বের সবচাইতে বড় বৈজ্ঞানিক আমি? জানো না। আমার প্রবল কৌতুহল। প্রেম ভালোবাসা নিয়ে আমার কোনকালেই আগ্রহ ছিল না। আজ বেশ আগ্রহ হচ্ছে। আচ্ছা যাও, আমি এর ব্যবস্থা নিচ্ছি। তুমি নীলা না কী নাম যেন মেয়েটার, তার সাথে কথা বলছ!

মিহিরের চোখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। বেশ বিনয়ের সাথে বলল,

স্যার, একটা অনুরোধ করতে করতে পারি?

করো।

আপনার পা দুটো ছুঁয়ে একটু সালাম করতে চাচ্ছি। জাস্ট, রেসপেক্ট।

মি. যোশেফ বিকট শব্দে হাসছে। হাসি প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

সামনের ডেস্কে একটা নীল বাটোন টিপলো এবং সাথে সাথে মিহিরের হাতের বাঁধনটা খুলে গেলো। বাটনটিকে মিহির ভালো করে লক্ষ্য করলো। সম্ভবত ডেস্কটাতেই রয়েছে এই রূমটার কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোল প্যানেলের ফাংশানটা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। মিহির সে দিকটা লক্ষ্য রাখে। হাত থেকে ধাতব বাঁধনটা খুলে যাওয়ার পর সে সত্যি সত্যি মি. যোশেফের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছে।

পা টাতে স্বাভাবিক টেম্পারেচার। উঁচু হয়ে দাঁড়ানোর সময় লক্ষ্য করলো তার হাতে একটা রিমোট। সম্ভবত এই রিমোট দিয়েই ০০০ টুইন নিয়ন্ত্রন করা হয়।

পাশে দাঁড়ানো এসিসটেন্ট দুটো অবশ্যই সুপার রবোট FX-E। এদের দুজনের চেহারাই মানুষের মত অথচ এতোক্ষণ ধরে এদের চোখে মুখে সামান্য কৌতুহল পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। বিরক্তি ভাবটা আসা স্বাভাবিক—তাও আসেনি। মিহির হাসানের মাথা এখন কাজ করছে। মি. ক্লিনের সাথে কথাবার্তা চালানোর সময় অবশ্যই যোশেফ সতর্ক হতো। যেহেতু এদের সামনেই কথা চালিয়েছে অতএব এরা রোবট। মিহির গভীর চোখ দিয়ে মি. যোশেফকে দেখছে। কোথাও হয়তো কন্ট্রোলিং সিস্টেম রাখা আছে। কোথায় সেটা?

BanglaBook.org

পাঁচ

সিনড্রেলা মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারের রেজাল্ট বের হয় এর মধ্যে। নীলা রেকর্ডক্রেডিট নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরপর দুটো সেমিস্টারে অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করেছিলো। জেনিটিক্স ব্রিডিং এর উপর লেখা তার থিসিস পাবলিশড হয়। চারদিকে হৈ চৈ পরে যায় নীলাকে নিয়ে। সেন্ট্রাল অথরিটি থেকে তাকে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে আমেরিকার প্রধান শাখায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।। এটা একটা বিরাট সুযোগ। লাখে দু একজনের জোটে এমন সুযোগ। নীল তবুও এই স্কলারশীপ নিতে চাচ্ছে না।এর কারণ হলো মিহির হাসান। নীলা মিহির হাসানের সাথে দেখা না করে কোথাও যাবে না। মিহিরকে এফ আর এস এর বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সে কোথায় যাবে? নীলা কয়েকদিন ধরে খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করে করেও বিশেষ কোন খবর সংগ্রহ করতে পারলো না মিহিরের। নীলার থিসিসটা মিডিয়ায় যাওয়াতে একটা সুবিধা হয়েছে। এখন তাকে সবাই চিনছে।

অনেক চেষ্টা করে অবশেষে সে ড. হার্গেলের সাক্ষাৎ পায়। মেডিক্যাল সায়েন্সের অসম্ভব মেধাবী নীলার লেখাটা সেও মনোযোগ দিয়ে পড়েছে। নীলাকে দেখে ড. হার্গেল যারপর নেই বিস্মিত হয়। অপূর্ব ও অনিন্দীয় সুন্দর এই মেয়েটি সামান্য একটা ছেলের জন্য এতো ব্যাকুল কেন! মিহির হাসানের মধ্যে কী এমন জিনিশ আছে?

নীলা ড. হার্গেলকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলে, স্যার, মিহিরকে কোথায় রেখেছেন একটু বলবেন প্লিজ!

ড. হার্গেল কোন কথাই পরিষ্কার করে বলেননি। নানা ভাবে প্রসংগ এড়িয়ে গেছেন। ড. হার্গেলের ধারণা নীলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। এই ধরনের মেয়েরা ভীষণ বিপদ জনক।

ড. হার্গেল নীলাকে কোন তথ্যই দিলেন না। শুধু বললেন তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এটা জানাও সম্ভব না। তবে তিনি একটু কায়দা করে বললেন মি. ক্লিন হয়তো এ ব্যাপারে বলতে পারেন। এবং আমি তার অনুগত।

BanglaBook.org

এই সাব কন্টিনেন্টালে মি. ক্লিন যত বেশি পরিচিত তার চেয়ে ড. হার্গেল বেশি পরিচিত। ড. হার্গেলকে সবাই জানেন। লোকটার সম্পর্কে ভয়ানক কিছু তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটি নাকি মানুষের মাংস ভক্ষণ করে। মানুষ হত্যা করার সময় তার আনন্দ হয়। নীলা ড. হার্গেলের সম্পর্কে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্যগুলো যোগাড় করেছিলো। নীলা অবশ্য কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুঝতে পারলো এই লোকটার সম্পর্কে কিছু অপপ্রচার আছে। যদিও এই জোনের তিনিই প্রধান তবুও মনে হচ্ছে এই এফ আর এস বাহিনী অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ড. হার্গেল কি বুঝতে পারেন? হয়তো বুঝতে পারেন। কিন্তু মুখে টু শব্দটাও করেন না। লাভ হবে না। জলে বাস করে কুমিরের সাথে যুদ্ধ করে লাভ নেই। চুপচাপ থাকাই ভালো। এই জোনে পোস্টিং দেয়াটাই ছিলো শাস্তি এটা কি সে বুঝতে পারে না? অবশ্যই পারে। এতো বড় মহাশূন্য বিজ্ঞানী সামান্য এই বিষয়টি বুঝবে না তা কি করে হয়।

নীলা মি. হার্গেলকে মোটামুটি পছন্দের মানুষের মধ্যে ধরে রেখেছে। যদিও লোকটি বলতে গেলে সব প্রশ্নের উত্তরই মিথ্যা দিয়েছে। তারপরেও কথা বলার সময় বুঝতে অসুবিধা হয়নি সে বেশ মানবিক।

ড. হার্গেল ও নীলাকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন।

ড. হার্গেল নীলাকে জিজ্ঞেস করেছিলো মিহির তোমার কী হয়? নীলা উত্তর দিয়েছিলো আমি মিহিরকে ভালোবাসি। মি. হার্গেল বিস্মিত হয়ে বলেছিলো মিহিরের মতো একটা ছেলেকে ভালোবাসার মতো কি যোগ্যতা আছে?

নীলা হেসে বলেছিলো, ওর সবচাইতে বড় যোগ্যতা হলো আমার মতো সুন্দরী একটা মেয়ের ভালাবাসাকেও নির্বোধের মতো পাত্তা দেয় না।

হার্গেল তার জীবনে এত বড় আশ্চর্য হবার মতো কথা শোনেনি। টেকো মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন,

ও তো কম করে তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট।

জ্বী স্যার, তারপরেও আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি।

আচ্ছা নীলা, তোমরা এতো ভালোবাসা পাও কোথায়?

নীলা হার্গেলের কথায় চুপ করে ছিলো।

বিদায়ের সময় নীলা হার্গেলকে চমকে দিয়ে বলেছিলো, স্যার, আপনি জানেন মিহির কোথায় এবং মিহির সম্পর্কে সবকিছুই জানেন অথচ আমাকে কিছুই বললেন না। হয়তো কোনো সমস্যা আছে।

BanglaBook.org

ড. হার্গেল কপাল কুচকে বলেছিলো, কীভাবে তোমার ধারণা হলো?

আপনি বলেছিলেন-মিহির আমার চেয়ে তিন বছরের চেয়ে ছোট, এই তথ্যটা আপনার জানার কথা না।

ড. হার্গেল নীলার কথায় মুগ্ধ হয়। মেয়েটি সত্যি ভয়াবহ রূপবতী নয় ভয়ানক বুদ্ধিমতিও। মিহির এমন একটা মেয়ের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কোন যোগ্যতায়? এর উত্তর খুব জটিল।

ড. হার্গেল নীলার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তার পার্সোনাল নাম্বারটা দিয়ে দেয় এবং বলে এই নাম্বারটা যেন পৃথিবীর কাউকেই না দেওয়া হয়।

ড. হার্গেল এর পার্সোনাল নাম্বার পৃথিবীর সাধারণদের মধ্যে একজনই জানলো, আর সে হল নীলা। তার অফিসের ফোন নাম্বারটাও অনেক উঁচু ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ জানে না। জানা সম্ভবও নয়।

নীলার নোটবুকে ড. হার্গেলের পার্সোনাল ফোন নাম্বার।

ড. হার্গেলের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধান্ত নেয়, মি. ক্লিনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মি. ক্লিন হয়তো বলতে পারবে মিহির বেঁচে আছে কি না।

যদি সত্যি সত্যি মিহিরকে হত্যা করা হয় তবে অবশ্যই কারা এর সাথে জড়িত তা খুঁজে বের করবে। এর একটা ব্যবস্থাও সে নেবে। প্রয়োজন হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে নালিশ করবে। এতে কি কোনো কাজ হবে? হয়তো হবে না। হয়তো এর জন্য তাকে জীবন দিতে হবে–অসুবিধা কি?

নীলা আমেরিকায় স্কলারশীপ নিয়ে চলে যায়। সিনড্রেলা হাসপাতালের কাছাকাছিই এফ আর এস এর সদর দপ্তর। নীলা পুরোদমে লেগে গেলো মি. ক্লিনের সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে। মি. ক্লিন গোয়েন্দা বিভাগের দ্বিতীয় প্রধান কর্তা ব্যক্তি। প্রেসিডেন্টের বিশেষ নজরে আছেন। কথাবার্তায় অনেক ভদ্র। সাধারণত মানুষ সমাজে মেশেন না। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার এক বস্তিতে তার জন্ম। বাবা মায়ের পরিচয় মেলেনি। মানুষ হয়েছে এক কর্ণেলের কাছে। শিশু ক্লিন অত্যন্ত মেধাবী এবং সাহসী ছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে কর্ণেল দম্পতির কাছে মি. ক্লিন বড় হয়েছে সেই কর্নেল দম্পত্তির মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায় নি। অনেক ঘোরাঘুরি করে নীলা এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করলো। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তার হাতে এলো তা হলো মহাশূন্যে মানবদেহে ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি গবেষণার প্রধান সে। দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি একটা উপগ্রহ ০০০ টুইনের এই গবেষনার

BanglaBook.org

কাজ চলছে। নীলা এই টুইন উপগ্রহের তথ্য সংগ্রহ করতে উঠে পড়ে লাগলো। তেমন কোনো তথ্যই যোগাড় করতে পারলো না। শুধু জানা গেলো এ বছর এ সংক্রান্ত দুইশো ট্রিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ হয়েছে।

এইটুকু তথ্য হাতে নিয়ে নীলা কি করবে বুঝতে পারে না। সারাদিন এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে। চেনাজানা সকলের কাছে যায়। গোয়েন্দা দফতরে গিয়ে বসে থাকে। কেউই কোনো তথ্য দেয়না। নীলা মনে মনে সেন্ট্রাল অথরিটির একজনকে খুঁজতে থাকে। সেন্ট্রাল অথরিটিতে কারা আছেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না। তবুও নীলা এখানে ওখানে যায়। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ফিরে আসে নিজের ডরমিরিটরীতে। রাতে তার ঘুম আসে না। ছাঁদে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজেকে অসম্ভব বোকা মনে হয় তার।।

দূর আকাশের অজস্র তারার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় মঙ্গল গ্রহটাকে। দেখা যায় না ০০০ টুইন। নীল নীল অন্ধকারে কত কিছুই তো মিলিয়ে থাকে।

মানুষ কত অসহায়! আদিমকালেও মানুষ অসহায় ছিলো এখনো আছে। ইচ্ছে করলেই মনের মানুষকে ছুঁয়ে দেখার ক্ষমতা মানুষ সবসময় পায় না।কাছে পাওয়ার সুযোগটাও নিয়তি নির্ধারণ করে দেয়। নীলা ভাবে, মিহিরকে কোনদিনই কাছে পাওয়া যাবে না। কখনোই না।

ভয়াবহ রকম নিস্তব্ধ আকাশের দিকে তাকোলে নীলার চোখ ভরে জল এসে যায়। এটা খুব ছেলেমানুষী। এইরকম ছেলে মানুষী বহু আগের দিনের মানুষদের মধ্যে ছিলো। এখন তো থাকার কথা না। তবে কেন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না? চোখ বেয়ে জল আসে?

নীলা হাত দিয়ে সেই জল স্পর্শ করে চাঁপা গলায় বলে, মিহির তুমি ভালো আছো?

মিহির তোমার জন্য আমি এক জীবন ধরে অপেক্ষা করবো। তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। তুমি ফিরে আসবে। অবশ্যই আসবে।

আমার ভালোবাসার জন্য তোমাকে আসতেই হবে।

আশ্চর্য! চোখের পানিতে ভিজে ওঠে মেঘহীন অজস্র নক্ষত্র রাতের আকাশ।

BanglaBook.org

ছয়

সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেম সয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়। এর নিয়ন্ত্রণ ড. হার্গেলের হাতে নেই। দ্বীপ অঞ্চলের শক্তিশালী এই বাহিনীর কাজ কর্ম রহস্যজনক। কোনো প্রয়োজন ছাড়াই এরা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে থাকে। প্রতিটি হত্যাযজ্ঞের দায়িত্ব এসে পড়ে ড. হার্গেলের ঘাড়ে। ইচ্ছে করলে ড. হার্গেল সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেম অন করতে পারেন না। বড় একটা মনিটর ড. হার্গেলের রুমের পশ্চিম পার্শ্বে। পুরো দেয়াল জুড়ে মনিটর। উত্তর পাশের মনিটরটি তার নিয়ন্ত্রণে। সেন্ট্রাল কম্পিউটারটি কে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা জানা অসম্ভব। সব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করাও অপরাধ। ড. হার্গেলের জন্য সীমা নির্ধারিত। অতিরিক্ত কৌতুহল দেখালে সেন্ট্রাল সিকিউরিটি বোর্ড কর্তৃক শাস্তি পেতে হবে। শাস্তির ধরণ একেকরকম। নিকৃষ্ট স্থানে পোস্টিং। বর্তমানে যে স্থানে পোস্টিং হয়েছে মূলত এটা তার গুরুতর অপরাধের শাস্তি। রয়্যাল সোসাইটির কোনো আমেরিকানকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না। খুব বড় ধরনের অপরাধ করলে তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। উত্তর মেরু অঞ্চলে এই সকল নির্বাসন কেন্দ্র অনেক তৈরি করা হয়েছে। নির্বাসন কেন্দ্রগুলো আদিম পৃথিবীর মতো। সেখানে মানব সভ্যতার সাথে যোগাযোগ করার কোনো মাধ্যম নেই। নেই কোনো স্যাটেলাইট চ্যানেল, টিভি বা ফ্রিজ। প্রচুর খাবার আর পানীয় মজুদ রাখা থাকে। নির্বাসনই শুধু আমেরিকার নাগরিকদের চূড়ান্ত শাস্তি।

ড. হার্গেলের পশ্চিম পাশের মনিটরটিতে নীল আলো জ্বলে উঠলো।

ড. হার্গেল সতর্ক হলেন। নীল আলো অল্প সময়ের জন্য থাকবে এরপর সেন্ট্রাল সিকিউরিটির কোনো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ পাওয়া যাবে।

মনিটরে মি. ক্লিনের হাসোজ্জল মুখ ভেসে উঠলো।

হায়! ড. হার্গেল !

হ্যালো।

কেমন আছেন ? আনন্দের সাথে জিজ্ঞেস করছে মি. ক্লিন।

স্যার ভালো।

BanglaBook.org

ওখানে কি এখন রাফ ওয়েদার যাচ্ছে ?

না স্যার। ওয়েদার একদম ঠিকঠাক আছে।

বৃষ্টি হচ্ছে নাকি খুব?

স্যার, এই ইউনিটে খুব বৃষ্টি হয় না। তবে এই উপমহাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

শুনেছি ওখানকার বৃষ্টি পরিবেশের জন্য খুব ক্ষতিকর? ভয়াবহ রকম এসিড রেইন হয়?

হ্যাঁ,শিল্পকারখানা সংখ্যা লিমিটের বাইরে চলে গেছে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় এক্সপেরিমেন্টগুলো আমরা এইসব অঞ্চলগুলোতে চালিয়ে যাচ্ছি। এ কারণেও হতে পারে।

গুড! আপনি দেখছি ভালো খোঁজখবর রাখছেন।

থ্যাংক্যু স্যার। আপনাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ। বেশ বিনয়ের ভঙ্গিতে বলে ড. হার্গেল। মি. ক্লিনের কণ্ঠে বেশ কৌতুকরস। সে ভারি হাসি হাসি ভাব নিয়ে বলে,

অচিরেই আপনার জন্য একটা সারপ্রাইস থাকবে। আশা করি আপনার একাকিত্ব জীবনের জন্য এটা বেশ উত্তেজনাকর হবে।

আমি কি জানতে পারি? বিনয়ের সাথে জিগ্গেস করল ড. হার্গেল।

বেশ শব্দ করে হাসছে মি. ক্লিন।

না ড. হার্গেল। অবশ্যই এখন জানতে পারবেন না। সময় হলেই জানবেন। আপনি আমাদের গবেষনার বিশেষ অংশ হিসেবে সাহায্য করেছেন– এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর একটি কথা, প্রেসিডেন্টকে বলে শিঘ্রই আপনাকে স্বদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো। আপনার মতো মহান একজন বৈজ্ঞানিক কেন ঐ সব নোংরা এলাকায় থাকবেন? এটা অবশ্যই অন্যায়।

ড. হার্গেলের মাথায় ব্যথা হচ্ছে। তবুও মিষ্টি হাসি হাসি ভাব রাখতে হবে। মাথা নিচু করে বিনয়ের সাথে বলছেন,

স্যার, আপনি মহান!

আপনার মঙ্গল কামনা করছি।

ধন্যবাদ স্যার। ঈশ্বর মঙ্গলময়।

মি. ক্লিন হাসলেন। হাঃ হাঃ...। তারপর শব্দ করে বলল, দেখেছেন? ঈশ্বর যে নেই এটা আমরাই প্রচার করছি অথচ আমরাই আবার বলছি ঈশ্বর

BanglaBook.org

মঙ্গলময়! হাঃ হাঃ...।

স্যার, এটা তো কথার কথা! ভদ্রতার খাতিরে বলা।

মি. ক্লিন ফের শব্দ করে হাসলো। তার শেষ কথাটা কি তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। ড. হার্গেলও হাসলেন শব্দ করে।

মনিটরটা অফ হয়ে গেল। এ রকম ভিডিও কনফারেন্স মাঝে মধ্যে হয়। সেন্ট্রাল সিকিউরিটি বোর্ড থেকে এমন কনফারেন্স ব্যবস্থা করা হয়। এই অঞ্চলের সর্বময় ক্ষমতা ড. হার্গেল অথচ এর পিছনে যেন অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ড. হার্গেল সব কিছু বুঝতে পারেন না। মি. ক্লিন তো প্রধান না। প্রধান ব্যক্তিটির নাম ডগলাস হার্ড।

যদিও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার কথা ডগলাস হার্ডের কিন্তু এই লোকটির একটা বড় সমস্যা হলো সে অতিরিক্ত পরিমাণ নির্বোধ। কোনো বড় সমস্যাকে সে বড় মনে করবেন না। ছোটখাট বিষয় নিয়ে অস্থির থাকবেন।

ডগলাস হার্ডের পোষা কুকুরটা মারা যাবার পর ভদ্রলোক মানসিকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়েছেন। তার মাথার ভেতর নাকি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে সব সময়।

ব্রেইনের একটা অংশ বিচিত্র হেল্যুসিনেশন ঘটিয়ে যাচ্ছে। মি. ক্লিন ডগলাস হার্ডের অধনস্ত। অথচ মনে হয় সেই সকল বিভাগের প্রধান। ড. হার্গেল একবার চেষ্টা করেছিলেন মি. ডগলাস হার্ডের সাথে কথা বলতে। একবার শুধু সম্ভব হয়েছিলো। ডগলাস হার্ড মি. হার্গেলকে চমকে দিয়ে বলেছিলো, এই তোমাকে দেখতে ঠিক আমার পোষা কুকুরটার মতো লাগছে। ব্যাপারটা কি?

ড. হার্গেল এই পর্যন্তই থেমে গিয়েছিলো।এরপর আর স্বপ্নেও ভাবে না দ্বিতীয় সাক্ষাতের।

ড. হার্গেল মাথা নিচু করে ছিলো। ডগলাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলেছিলো, তুমি ঘেউ ঘেউ করছো কেন? হুয়াই? হেয়, মি. হার্গেল তোমার সমস্যা কি?

স্যার, আমার কোনো সমস্যা নেই।

ঠিক বলেছো কুকুর সম্প্রদায়ের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। যত সমস্যা মানব সম্প্রদায়ের। হাঃ হাঃ হাঃ

এমন একজন উম্মাদের সাথে কথা বলাটা অন্যায়। নিজে থেকে কথা বলতে যাওয়া আর বিষ খাওয়া সমান। ড. হার্গেল বিষ বিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন

BanglaBook.org

হলেন।

প্রাচীন কালে এই অঞ্চলের অধীবাসীরা সামান্য কারনেই বিষ খেতেন। তার সংগ্রহে অতি প্রাচীন একটা বই রয়েছে। সেখানে ঋষি ধরনের এক কবি লিখেছেন,

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান...

ড. হার্গেল অনেক চিন্তা করেও এর অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। এটা কিভাবে সম্ভব। মানুষ জেনেশুনে কেন বিষ পান করবে? প্রাচীন বিষগুলো ছিলো ভয়ংকর রকম তেতো এবং অখাদ্য। এ রকম ভয়ংকর পন্থায় মৃত্যুর কথা এই সময় কেউ চিন্তা করতে পারে?

মৃত্যুটা এখন আনন্দদায়ক। এখন লেজার রশ্মির গান ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষ হত্যা করার জন্য। এই রশ্মি দেহের ভিতর মুর্তে আনন্দ অনুভূতির সঞ্চার করে এবং এক পিকো সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢোলে যায়।

ড. হার্গেলের মন খারাপ। এতোসব কেন ভাবছে? সে কি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে? সর্বনাশ! একজন আমেরিকান কোনোভাবেই আত্মহত্যা করতে পারে না। এমন কি আত্মহত্যার কথাও ভাবাও অপরাধ।

ড. হার্গেল চিন্তা করেন। তাকে এর চাইতে আর কি শাস্তি দিতে পারে। উত্তর মেরুতে নির্বাসন কেন্দ্রে পাঠাবে? একদিক থেকে উত্তর মেরু ও নির্বাসন কেন্দ্রগুলো ভালোই কেননা এই অঞ্চলের ভয়াবহ রকম অপকর্মের সকল দায়দায়িত্ব তার উপর চাপানো হতো না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

মিহিরকে খাবার দেয়া হয়েছে। স্যুপ জাতীয় খাবার। রোবট দুটোই মিহিরকে দেখেশুনে রাখছে। মিহির রোবট দুইটার সাথে অনর্গল কথা বলে। এতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বের করতে পেরেছে। তথ্যগুলোর মধ্যে বড় তথ্য হলো মি. যোশেফ এই ০০০ টুইন এর প্রধান কর্তা এবং একমাত্র মানুষ। বাকি সবগুলো রোবট। প্রায় ত্রিশটি সুপার রোবট রয়েছে যেগুলো কোনদিক থেকে মানুষের চেয়ে কম না।

এই রোবটগুলোর মেমোরিকার্ডে একেকজন মানুষের পুরো ব্রেইনের কার্বন কপির মতো বুদ্ধিমত্তায় বানানো। শুধু আবেগের স্থানটা রাখা হয়নি।

মিহিরের হরমোনজনিত জটিলতা দেখা দিয়েছে এখন। এটা ঠিকঠাক করার পর তাকে এখন পেজ-১৮ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করা হবে। মি. যোশেফ পৃথিবীতে খবর পাঠিয়েছে নীলা নামের একটা মেয়ের সন্ধান নেয়ার জন্য যে সিনড্রেলা মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

মাত্র দুই দিনের মধ্যে নীলার খোঁজ নিলো এফ আর এস বাহিনী। মেয়েটি এখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। এই মেয়েটির সাথে টেলিভিডিও কনফারেন্স করতে চাচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মহাশূন্য বিজ্ঞানী মি. যোশেফ।

খবরটা শুনে নীলা নিজেও আশ্চার্যন্বিত হলো। উত্তেজনায় তার সারা শরীর কাঁপছিলো।

নীলার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে মিহির। কথা হবে খুব সংক্ষিপ্ত। ভিডিও কনফারেন্সের আগে মিহিরকে কঠিন নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে কোথায় আছে এবং এখানে কি কাজে আছে এসবের কিছুই সে বলতে পারবে না। সে শুধু বলতে পারবে, আমি ভালো আছি এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি। ব্যাস। এর এক চুল বেশিও না কমও না। মি. যোশেফ বারবার সতর্ক করে দিয়েছে মিহিরকে।

নীলাকেও বারবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বাহুল্য কোনো কথাই বলা যাবে না। মিহিরকে শুধু চোখের দেখা দেখবে। আর কিছু না।

BanglaBook.org

এফ আর এস বাহিনীর দফতরের বিশাল এক কক্ষে দীর্ঘ সময় বসে থাকে নীলা। তার সামনে মনিটর। হঠাৎ বৈদ্যুতিক শব্দে অন হলো মনিটরটি। মিহিরের মায়াবী মুখ।

নীলার সামনেই যেন মিহির বসে আছে। মনিটরে মিহিরের ছবি ভেসে উঠলো। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে।

ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেই নীলা বুঝতে পারলো এটা মহাশুন্যের কোন এক সাবস্টেশন। খুব সম্ভব ০০০ টুইন।

নীলা ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো মিহির?

মিহির খুব শান্ত। সে আস্তে করে বললো, ভালো তুমি?

আমিও ভালো।

নীলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আই লাভ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট।

আমি জানি। ধরা গলায় বলল নীলা।

আমার ভালোবাসার প্রতি যত্ন নিও।

ও কে।

মনিটর অফ হয়ে গেল।

কক্ষটিতে নিস্তব্ধতা নেমে এলা। নীলার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে যেন, সে হাঁটতে পারবে না, দাঁড়াতেও পারবে না। অথচ তাকে উঠতে হবে। নীলা ভীষণ ক্লান্ত। এখুনি তার ডিপার্টমেন্টের বিখ্যাত সার্জন ডা. মারলিন এর সাথে কথা বলতে হবে। দেরী করা চলবে না। নীলা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। এফ আর এস কর্মকর্তাদের কৃত্রিম প্রশংসা আর তোষামোদে মাতিয়ে দ্রুত রাস্তায় নেমে এলো। ক্যালিফোর্নিয়ার রাস্তায় তুষাড় পড়েছে খুব। গাছের পাতাগুলোতে চওড়া করে তুষার জমে আছে। রাত গভীর হয়নি এখনো। তারপরও রাস্তায় লোকজন নেই। নীলা হাঁটছে। তার বুক ভেঙে কান্না আসছে। নীলা কাঁদছে। দ্রম্নত হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারছে না তার শরীরেও পড়েছে পাতলা তুষার। রাস্তার পাশের লাইটপোস্টের শাদা আলোয় চিকচিক করছে বিন্দু বিন্দু জমাট বরফকণাগুলো।

আর থেমে থেমে সকল নিস্তব্দ্ধতাকে টুকরো করে সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে প্রাইভেট কার।

BanglaBook.org

মনিটর অফ করার সাথে সাথে মিহিরের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে মি. যোশেফ বললো,

তুমি মহা নির্বোধ! কেন বলতে গেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ভালেবাসি, হুয়াই?

মিহির জিভ কাটলো !

সরি স্যার। কোনদিন ভালোবাসার কথা সরাসরি বলিনি তো তাই আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে একটু পেঁচিয়ে নিলাম। এটা বাঙালি রেওয়াজ।

বাঙালি রেওয়াজ আবার কেমন?

স্যার, বাঙালিরা সরাসরি কিছু বলে না। যা বলার প্যাঁচ দিয়ে বলে। যেমন ধরুন, প্রেমিকাকে ভালোবাসি কথাটা বলতে গিয়ে বলবে, জানো, আমি না ফুল ভালোবাসি পাখি ভালোবাসি নদী ভালোবাসি এবং তোমাকেও–।

তারপরও বলতে পারে না। প্যাঁচ ছাড়া এদের কথা হয় না।

মি. যোশেফ এর বিরক্তিভাব খানিকটা কমে যায়। তবুও সে ভ্রু কুঁচকে বলে, গাঁধা, রাবিশ।

মিহির দ্রুততার সাথে বলে,

জ্বী স্যার, গাধা এবং রাবিশ।

স্টপ রাসকেল।

এবার মিহির চুপ করে। এখন রসিকতা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

মি. যোশেফ ঠান্ডা গলায় বলল, কাল তোমার আসল পরীক্ষা। খামোখাই নীলা না ফিলার জন্য এতোটা সময় নষ্ট করা হলো। রাবিশ!

হাতের বাটোন টিপ দিতেই রুমটা অন্ধকারে ডুবে গেল। তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারটা গাঢ় হতে লাগলো। মিহির গাঢ় অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী কারণে যেন তার ভীষণ কান্না পেল। চোখ দুটো ভিজে উঠল তীব্র ভাবে।

BanglaBook.org

আট

ডা. মারলিনকে সব কথা খুলে বললো নীলা। স্যার, প্রেসিডেন্টের ভীষণ বিপদ। তাকে অবশ্যই সতর্ক করে দিন, সম্ভব হলে এখুনি।

ডা. মারলিনের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তার জীবনে এমন অদ্ভুত কথা শোনেনি। সে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। শুধু তাই নয়, সে সেন্ট্রাল অথরিটির একজন সম্মানিত সদস্য। যদিও এই তথ্যটি কেউ জানে না। ইচ্ছে করলে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিন্তু তিনি কিসের ভিত্তিতে এসব কথা বলবেন। এসব গাঁজাখোরী গল্পের কারণে তার চাকুরি তো যাবেই প্রানটাও হারাতে হতে পারে।

তারপর ডা. মারলিন নীলা নামের মেয়েটার কোনো কথাই ফেলতে পারছেন না। কী এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ছে তার ওপর। এটা কেন হচ্ছে? এই মেয়েটার মধ্যে এমন কী আছে?

তিনি বললেন, কে প্রেসিডেন্টের জন্য হুমকি?

নীলার মুখে আপনা আপনি কথা চলে এলো। বলল, স্যার, মি. ক্লিন।

বলো কি? সে তো গোয়েন্দা বিভাগের দ্বিতীয় কর্তা ব্যক্তি!

স্যার, আমি তার সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। যা বলছি তা শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়।

যদি অনুমানের উপর ভিত্তি করে হয় তাহলে কি হবে জানো তো নীলা?

জ্বী স্যার, আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া কি আপনার কর্তব্য নয়?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মি. মারলিন।

তারপর বললেন, দেখি কি করা যায়! আচ্ছা মিহির কোথায় আছে যেন?

স্যার, ০০০ টুইন সাব স্টেশনে।

আচ্ছা দেখি, প্রেসিডেন্ট কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে দেখি!

BanglaBook.org

মি. মারলিন প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে আবেদন করলেন। আধা ঘণ্টা পর খবর পেলেন আজ সন্ধ্যায় মি. মারলিনকে সময় দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

এখন দুপুর। ডা. মারলিন বললেন, নীলা তুমিও যাচ্ছো আমার এসিস্টেন্ট হয়ে।

রেডি হয়ে নাও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

এই রুমটিতে দিনরাতের কোনো বালাই নেই। সবসময় নক্ষত্রের মৃদু আলো চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। সাবস্টেশন থেকে পৃথিবীকে লালাভ বৃত্তের মতো লাগে। মঙ্গলগ্রহটা বেশ বড়। এই গ্রহ থেকে নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সাবস্টেশনটিতে তাই কখনো রাত্রি নামে না। আবার সেই অর্থে দিনের আলোও এসে পড়ে না।

জোৎস্নার আলোর মত পরিষ্কার একটা মায়াময় আলো মেটালগুলো যখন আছড়ে পড়ে তখন অনেকটা দিনের আলোর মতো দেখায়।

মিহির অন্ধকার রুমে আছে। তার হাত মুক্ত। মি. যোশেফ রাগান্বিত অবস্থায় হাতের বাঁধনের জন্য বাটন টিপতে ভুলে গিয়েছিলো।

মিহির ধীরে ধীরে বোর্ডের কাছে তার হুইল চেয়ারটা নিয়ে যায়।

যে দুটি বাটন টিপে রোবট দুটোকে নিস্ক্রিয় করা হয়েছিলো প্রথমে সেই দুটি বাপন টিপে দেয়। রোবট দুটো কিছু বোঝার আগেই স্ট্যচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিহির অন্যান্য বাটনের ফাংশন বোঝার চেষ্টা করে কিন্তু কিছু বুঝতে পারেনা। নীল রং এর টিউবটাকে পাশের ডেস্কের মধ্যে রাখা আছে। মিহির সেটা বের করে আনে। এই জীবাণুটা হলো সবচাইতে বিপজ্জনক। এটাকে ধ্বংস করতে হবে। কক্ষের মধ্যে সামান্য আলো। এই আলোতেই কক্ষটির দরজা যেদিকে সেদিকে গেলো মিহির। বাটন টিপতেই দরজা খুলে গেলো। সাবস্টেশনের মধ্যেভাগে মিহির দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার আকাশ। অসংখ্য তারা ঝিকিমিকি করছে। পৃথিবীটা অনেক বড় এক বলের মতো মনে হচ্ছে যার একপাশে আলো অন্যপাশে অন্ধকার।

আশ্চর্য! মাথার উপর বড় এক পাহাড় খণ্ড যেন। গোল নীল আলো ছড়াচ্ছে চারপাশে। এটিই মঙ্গলগ্রহ। বুকের ভেতর হঠাৎ করে ধক করে ব্যথার মতো করে উঠলো। ভয়। বিস্ময়। মিহিরের হাতে সবুজ রং এর

BanglaBook.org

টিউব। যেখানে রাখা আছে কয়েক ট্রিলিয়ন ভাইরাস। এই ভাইরাস মহাশূন্যের একমাত্র প্রাণী। মঙ্গলগ্রহে এই ভাইরাস বেশি পাওয়া যায়। মিহির চারপাশে ভালো করে দেখে নেয়। যোশেফের রুমের দিকটা আন্দাজ করতে থাকে। যা করার তা দ্রুত করতে হবে। অনেকটাই সাহস পাচ্ছে সে। তার হাতে আছে সবুজ রং এর টিউবটা। টিউব ভর্তি পেজ-১৮ ভাইরাস। যোশেফকে এই টিউব দেখিয়ে নিশ্চয় রাগে আনা যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশ

প্রেসিডেন্টের প্রেসার মাপতে মাপতে ডা. মারলিন পুরো ঘটনা খুলে বললেন। প্রেসিডেন্ট শান্ত হয়ে সব কথা শুনলেন। নীলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আশ্চর্য! মেয়েটা অঝরে কাঁদছে।

একটা মেয়ে অকারণে কাঁদতে পারে না। প্রেসিডেন্ট বিরক্তিভাব দেখিয়ে বললেন, তোমার কাছে কি কোন প্রমান আছে? নীলা বলে,

জ্বী না স্যার।

তবে কেন বলছো, মি. ক্লিন আমার জীবনের জন্য হুমকি? তুমি কি মি. ক্লিনকে স্বচক্ষে দেখেছো?

জ্বী না স্যার।

আশ্চর্য ! তবে তুমি কি একটা হাস্যকর ব্যপারে আমাকে জড়িয়ে দিচ্ছো না?

নীলা নিজের আবেগটাকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল। এ সময় নিজেকে শক্ত রাখতে হবে। যে কোনো উপায়ে প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে সক্ষম হতে হবে।

স্যার, আমি ড. হার্গেল এর সাথে কথা বলেছি। উনার পার্সোনাল ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। তা ছাড়া মিহিরের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে আমার কথা হয়েছে। এটা এফ আর এস হেডকোয়ার্টারে হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আশ্চর্যন্বিত হলেন। ড. হার্গেল কেন এই মেয়েটির সাথে কথা বলতে যাবে? খানিক চুপ থেকে বললেন,

ড. হার্গেলের নাম্বারটা দাও তো!

নীলা নোটবুক থেকে নাম্বারটা বের করে প্রেসিডেন্টের হাতে দিলো।

প্রেসিডেন্ট নিজেই নীলার ফোন থেকে কল দিলেন এবং আশ্চার্যান্বিত হলেন; সত্যি সত্যি ড. হার্গেল কথা বলছেন। হার্গেল বুঝতে পারেননি প্রেসিডেন্ট ফোন করেছেন। তিনি ভেবেছেন নীলা।

ড. হার্গেল বলছেন, নীলা সরি, তুমি কোনদিন মিহিরকে পাবে না। এর

BanglaBook.org

জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। মিহিরকে এমন এক স্থানে পাঠানো হয়েছে যে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার সাধ্য কারোরই নেই।

প্রেসিডেন্ট খুক খুক করে কেঁশে নিজের পরিচয় দিলেন।

প্রেসিডেন্টের পরিচয় পেয়ে ড. হার্গেলের জ্ঞান হারানোর অবস্থা।

প্রেসিডেন্ট শুধু বললেন, মিহির কি টুইনে?

হার্গেল বললো, জ্বী স্যার। কে পাঠিয়েছে?

স্যার, মি. ক্লিন। কাঁপতে কাঁপতে ড. হার্গেল বললেন।

ও কে।

এরপর প্রেসিডেন্ট গোয়েন্দা প্রধানকে ফোন দিলেন। গোয়েন্দা প্রধান ডগলাস বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এলেন। মি. ক্লিনকেও মিষ্টি স্বরে বললেন, ক্লিন তুমি একটু এসো তো। তোমার সাথে আজ সন্ধ্যায় দাবা খেলবো।

অবসরে মি. ক্লিনের সাথে প্রেসিডেন্ট দাবা খেলেন। মি. ক্লিন দাবা খেলার প্রস্তুতি নিয়ে চলে এলেন প্রাসাদে।

প্রাসাদে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বাহিনী রাখা আছে। যদিও প্রাসাদের এ বাহিনীর দেখভাল করার দ্বায়িত্ব আলাদা এক কমিটির। কমিটির প্রধান সেন্ট্রাল অথরিটির এক বিশ্বস্ত অব. সামরিক কর্মকর্তা। প্রেসিডেন্ট ভাবলেন, এদের দিয়েও বিশ্বাস নেই। প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনী প্রধানকে বললেন এক ব্রিগেট সৈন্য বিশেষ দ্রুততায় প্রেসিডেন্ট ভবনে পাঠানোর জন্য। এবং একটি টিভি চ্যানেল রেডি রাখতে বললেন।

গোয়েন্দা প্রধান ডগলাস হার্ড কিছুই বুঝতে পারছেন না। প্রেসিডেন্টের সমস্যা কি? হঠাৎ এতো সব আয়োজনের অর্থ কী? মি. ক্লিন দাবা খেলার জন্য অপেক্ষা করছে। তার মনে আজ বেশ আনন্দ। তার আনন্দের কারণ হলো, পৃথিবীকে নরক বানানোর কাজটা খুব শীঘ্রই হতে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে উৎসবের আমেজ। সেন্ট্রাল অথরিটির অনেকেই উপস্থিত। তারা মদ্য পান করছেন। প্রেসিডেন্ট হাসি মুখে কথা বলছেন। হটাৎ তিনি ঘোষণা দিলেন যে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে ০০০ টুইন সাবস্টেশনের মি. যোশেফের সাথে কথা বলবেন। ভিডিও কনফারেন্স শুরুর প্রক্রিয়া চলছে।

মি. ক্লিন মূহূর্তে বুঝে গেলো। তার মুখ শুকে গেল। এ কী! সে কি স্বপ্ন দেখছে? নিজেকে দ্রুত সামলে নিলো।

BanglaBook.org

প্রেসিডেন্টের কাছে এসে বিস্ময় প্রকাশ করলো এবং বিনয়ের সাথে বলল, স্যার, এই রাতে কি হলো যে আপনি বিচলিত। আমাকে বলুন এখুনি আমি সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছি।

প্রেসিডেন্ট মি. ক্লিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তোমার কাছে আর্মস আছে না ওটা দাও তো।

মি. ক্লিন আর্মসটা প্রেসিডেন্টের হাতে দেয়। প্রেসিডেন্ট ডগলাস হার্ডকে ইশারায় বললেন, ওকে একটু খেয়াল রাখবেন। সরি ক্লিন, কিছুক্ষণের জন্য তুমি সাসপেন্ডেড এবং এ্যারেস্টেড।

ভিডিও কনফারেন্স করছে মি. যোশেফ। তিনি প্রেসিডেন্টকে বোঝাচ্ছেন। এখানে রাষ্ট্রদ্রোহী কোন কাজই হচ্ছে না। যা কিছু হচ্ছে তা শুধুই গবেষণা। পরাশক্তি আমেরিকার মহান উদ্দেশ্য হলো যে পৃথিবীর মানুষকে সন্ত্রাস মুক্ত সুখি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে দেয়া, আমরা তাই করছি জনাব।

প্রেসিডেন্টও যোশেফের কথায় বিশ্বাস করেছেন। ঠিক এমন সময় ভিডিও ফুটেজে মি. যোশেফের পিছনে সবুজ টিউব হাতে মিহির হাসান উপস্থিত।

যোশেফ যেন ভুত দেখলো। পকেট থেকে রিমোট বের করার সাথে সাথে মিহির সেটা ছিনিয়ে নিলো। কয়েকটা বাটন টিপে চারপাশের রোবটগুলো নিষ্ক্রিয় করে দিলো।

যোশেফের নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। মিহির শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যোশেফ মিহিরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, রিমোট দাও। নইলে আমেরিকা ধ্বংস করে দেবো।

দে বলছি।

মিহির বললো আমেরিকা ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে তোমার?

অবশ্যই আছে। গাঁধা রাবিশ কোথাকার। দে ওটা।

মনিটরে দৃশ্যগুলো দেখে হা করে আছে সবাই। সেন্ট্রাল অথোরিটির একজন অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে গরগর করে বমি করছে। মি. ক্লিন চিৎকার করে বলে উঠলো, যোশেফ আমেরিকা ধ্বংস করে দাও। গো অ্যাকশন।

ভারি অস্ত্রের বাট তার কণ্ঠনালীকে থামিয়ে দিলো। সম্ভবত যোশেফ এই দৃশ্য দেখে সে দুই হাত উপরে তুলে মাইক্রো ফোনের সামনে দাঁড়ালো এবং প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বললো, স্যার আমাকে ক্ষমা করে দিন।

BanglaBook.org

প্রেসিডেন্ট বললেন, ঠিক আছে, যোশেফ তোমাকে ক্ষমা করা হবে তুমি মিহিরকে নিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে নেমে আসো।

ইয়েস স্যার।

প্রাসাদের সবাই দেখছে ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলো। তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। পিনপতন নিস্তব্দতা। এটা কি কোনো মভি? গোয়েন্দা প্রধান ডগলাসের মুখটা হা হয়ে আছে। সে যেন স্ট্যাচু। কিছুদিন হলো কুকুর সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এ কি! তার মনে হচ্ছে মি. ক্লিন যেন সেই কুকুর। ঘেউ ঘেউ করছে।

প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে সবার অলক্ষে দাঁড়িয়ে নীলা অঝরে কাঁদছে।

প্রেসিডেন্ট মেয়েটির কাছে এসে বললেন, এই মেয়ে তোমার সমস্যা কি? তুমি কাঁদছো কেন?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এগারো

অবশেষ খেয়াযান এনক্রোজার-২৮ এ মিহির ফিরছে। ড. হার্গেল অনেক আগেই স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে একগাদা ফুল হাতে নিয়ে। তার ভ্রু না থাকার কারণে চোখে আলো সহ্যের মধ্যে নেই। চোখ ছোট হয়ে আছে। মাথায় সূর্যের আলো পরাতে চিক চিক করছে। এফ আর এস নতুন জোনাল প্রধান মাথানিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। ড. হার্গেল ফিস ফিস করে তাকে বলছেন, এই ছেলেটা পারবে, এটা আমি জানতাম। ছেলেটার সাহস আছে। ড. হার্গেলের কথা বুঝতে পারছে না সে। ড. হার্গেল মাথা ঝাকিয়ে আনন্দের সাথে বলছেন, ছেলেটা একটা মস্ত বড় গাধা। এতো রুপবতী একটা মেয়ের ভালোবাসা সে কীভাবে ফিরিয়ে দেয়?

চূড়ান্ত ফর্সা মতো পাইলট খেয়াযানটা চালিয়ে আনছেন। মি. যোসেফকে সামনের সিটে বসানো হয়েছে। পিছনের সিটে মিহির হাসান। তার হাতে রিমোট। লাল বাটনে আঙুল রাখা। যোশেফ বিস্ফোরিত চোখে পিছনের দিকে তাকাচ্ছে। ওটায় চাপ দিও না। তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। মিহির হাই তুলে বলে, স্যার, আমি হলাম মিস্টার ফুলমতি। বোকামানুষ। আমার কাছে সব সমান। চাপ দিলেই কি আর না দিলেই কি!

পাইলট খুব মজা পায়। সে হাসতে থাকে। মি. যোশেফের হাত পা বাঁধা। মনে হচ্ছে তার প্রেসার উঠে গেছে চরমে।

মিহির রসিকতা করছে।

স্যার, এই জিনিসটা খাবেন না কি এক ঢোক?

সবুজ রং এর টিউবটি দেখিয়ে বলে। যোশেফের স্ট্রোক করার মত অবস্থা। সে চিৎকার দিয়ে বলে,

খবরদার! ওটা নিঃশ্বাসে গেলেও শেষ!

স্যার, আপনি নাকি অমর?

আমি মহাশূন্যে অমর। পৃথিবীতে না।

BanglaBook.org

পাইলট মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার আপনার সাহস আছে।

মিহির আনন্দিত হয়ে বলে, তুমি সত্যি করে বলো তো তুমি মানুষ না রোবট?

স্যার আমি FX-E। তবে হাগের্ল স্যারের অনুগত। আমি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করেছি।

থ্যাংক ইউ মি. FX-E।

থ্যাংক ইউ স্যার। তবে আপনি আমার নামটা ভুলে গেছেন বলে মনটা খারাপ।

হ্যা, মনে পড়েছে। তুমি মি. মাইকওয়েল। ঠিক না?

মাইকওয়েল একটুখানি হাসলো। ওর চোখে মুখে মানুষের মতোই পরিতৃপ্তির আভা।

শুরুতে যতটা চ্যাপ্টা নাক মনে হচ্ছিল আসলে ততটা না।

মিহির বুঝতে পারছে এই মাইকই তার সকল বিপদে কৌশলে উপকার করে গেছে। খেয়াযানের দুই পাশে লেজার আর্মড বাহিনীর রোবটকে অকার্যকর করে রাখার জন্য অবশ্যই তাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। মিহির ভাবতে থাকে তার হাতের বাঁধনটা কে খুলে দিয়েছিলো? অনেক কিছুই স্পষ্ট নয়। যা হোক, এতো চিন্তার কিছু নেই।

স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? ঠিক মানুষের মতই শোনাগেল মাইকের কণ্ঠ।

মিহির হাই তুলে বললো, বলো।

এতো সাহস পেলেন কোথা থেকে? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভয় পাননি?

ভীষণ ঘুম পাচ্ছে মিহিরের। কতদিন শান্তি করে ঘুমাতে পারেনি। তারপরও কানের ভিতর যেন রিনরিন করে বাজছে কথাগুলো। এতো সাহস পেলেন কোথা থেকে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভয় পাননি?

মিহির ঘুম ঘুম চোখে বিরবির করে বললো, নীলার মতো মেয়ে যাকে ভালোবাসে তার আবার মৃত্যুর ভয় কিসের! এবং এর পরপরই গভীর ও মায়াময় এক ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যেতে থাকে মিহির। তার শরীর শুন্যে ভাসছে যেন। একটুও ওজন নেই শরীরটাতে। জড়িয়ে আসছে দু চোখের পাতা।

মনে হচ্ছে আশ্চর্য রকম নেশায় নিমগ্ন। এই নেশা কি নীলার ভালোবাসা?

নীল অসীম শুন্যতার ভিতর শব্দেরও কয়েকগুন বেশী দ্রুততায় ছুটে

BanglaBook.org

আসছে খেয়াযান এনক্রোজার–২৮। অসংখ্য নক্ষত্র বিথীর মাঝে তবুও মিহিরের মনে হচ্ছে সব কিছুই স্থির। ঘুম জড়ানো চোখে তবুও তাকিয়ে রয়েছে মিহির।

ধীরে ধীরে পৃথিবীটা বড় হচ্ছে।

আহ্! পৃথিবীটা কি সুন্দর! আহা! তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফের ঘুমিয়ে যায় মিহির। মিহির ঘুমের মধ্যে দেখতে পায় নীলাকে। সে একটা নীল রং-এর শাড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে কদম ফুল। বৃষ্টিভেজা কদম ফুলের গন্ধ অন্যরকম। সেই গন্ধটা তীব্র ভাবে পাচ্ছে সে। চারপাশে মাতাল করা বাতাস। নীলার চুলগুলো যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে! দূরে আকাশ শাদা শাদা মেঘে ভরা।

নীলা শাড়ির আঁচল চেপে ধরে বলছে, ঠিক এ জন্যই শাড়ি পড়ি না। আজ কেন যে পড়লাম!

মিহির বলছে ফিসফিস করে, এই শাড়িতে তোমাকে বেশ সুন্দর লাগছে!

নীলা লজ্জা পাচ্ছে। ড. হার্গেল মুখ হা করে তাকিয়ে আছে। মুখের ভেতর মাছি জাতীয় কিছু ঢুকলেও তার নড়চড় হবে না।

মিহির ড. হার্গেলের দিকে তাকিয়ে বলছে, আপনি একটু চোখ বন্ধ করুন তো।

ড. হার্গেলকে কেউ কোনদিন এভাবে বলেনি। অনেকটা আদেশের মতো শোনালো কথাগুলো।

তিনি আনন্দের সাথে চোখ বন্ধ করলেন।

মিহির নীলার খুব কাছে যাচ্ছে।

নীলা লজ্জা পাচ্ছে। আশ্চর্য! তার চোখ উপচে পানি পড়ছে। নীলা আশ্চর্যরকম মেয়ে, বড় আনন্দের সময় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে থাকে।

এই মেয়েটা ডাক্তারি করবে কেমন করে? মিহির অতি আনন্দে নীলাকে জড়িয়ে ধরে। মিহিরের চোখেও পানি। তাদের বুকে মহাশূন্যের মতো নিস্তব্ধতা। বিমূর্ত অশেষ পবিত্রতার শান্তি। আহ্! জীবন এত আশ্চার্যরকম সুন্দর!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org